JATIO BEEZ BOARD-ER KARJABOLIR PROTIBEDON

(THIRD EDITION)

SEED CERTIFICATION AGENCY

MINISTRY OF AGRICULTURE

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

GAZIPUR-1701

জাতীয় বীজ বোর্ডের
কার্যাবলীর প্রতিবেদন
(তৃতীয় সংখ্যা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গাজীপুর-১৭০১

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জোরদারকরণ প্রকল্পের
আর্থিক সহায়তায় এ সংখ্যাটি প্রকাশিত হলো ।

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর,১৯৯৯

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন

প্রথম সংখ্যা - ১৯৮৫ ইং
দ্বিতীয় সংখ্যা - ১৯৯৩ ইং
তৃতীয় সংখ্যা - ১৯৯৯ ইং

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন
(তৃতীয় সংখ্যা)

ভূমিকা

জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় বীজ বোর্ড বীজের উৎকর্ষ সাধনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে । বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বিদেশ হতে আমদানীকৃত বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদন ও ছাড়করণ, বীজ উৎপাদন,প্রক্রিয়াজাতকরণ,প্রত্যয়ন,মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ,বাজারজাতকরণ, চাষীপর্যায়ে বীজ বিতরনের নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং এ সব কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর,সংস্থা ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় বীজ বোর্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে । এ সব সিদ্ধান্ত সমূহ কৃষি ক্ষেত্রে এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল,যা কৃষি উন্নয়নের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ব্যবহারিক কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে সক্ষম । তাই তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন ।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে "জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন " এর প্রথম সংখ্যা ১৯৮৫ সনে এবং দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৩ সনে প্রকাশিত হয় । প্রথম সংখ্যায় ১ম হতে ১৮তম সভার কার্যাবলী এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৯তম হতে ২৮তম সভার কার্যাবলী সংকলিত হয় ।এধরনের সংকলনের গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে পরবর্তী ২৯তম থেকে ৪২তম সভার কার্যাবলী সম্বলিত তৃতীয় সংখ্যা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হলো । আশা করা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার মত এ সংখ্যাটিও কৃষি গবেষক,ব্যবসায়ী এবং কৃষকভাইদের প্রয়োজনীয় ধারণা দেয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে । আমাদের এ প্রয়াস আগামীতেও থাকবে বলে আশা করছি ।

এ সংখ্যাটি গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেছেন জনাব মনির উদ্দিন খান,মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন অফিসার,জনাব আবদুল মোতালিব ভূঞা, ডিডি (এস,এস),জনাব কাজী আবদুল কাদের ,সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার ,জনাব মোঃ ছাইদুর রহমান,প্রকাশনা অফিসার এবং তাদের এ কাজে সহায়তা করেছেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ । তাদের এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রতিবেদনটি কম্পিউটার টাইপ করেছেন মোঃ আবদুল মান্নান,অফিস সহকারী । তার এ কাজের জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ । সেই সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জোরদারকরণ প্রকল্পের টিম লিডার মিঃ উট হার্টেনকে যার আর্থিক সহায়তায় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো ।

যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সতর্কতা থাকা সত্বেও প্রতিবেদনটি প্রকাশনায় মুদ্রনজনিত ক্রটি থাকতে পারে । আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ভুলক্রটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা পূর্বক পরবর্তী সংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য সচেতন পাঠক পাঠিকাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি ।

২১/৯/৯৯

(মোঃ হাবিবুল হক)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
(১)	**জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম সভা**	
	* ২৮তম সভা ও বিশেষ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	
	* ২৮ তম সভা ও বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা	
	* সীড গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন,সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এবং কৃষক সংগঠন থেকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য নির্বাচন	
	* কারিগরী কমিটির ২৩তম সভার সুপারিশ সমুহ বিবেচনা	
	o বাংলাদেশ ধানগবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশের শ্রাবনী (বি আর-২৬)জাতঅনুমোদন	
	o বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত আলুর জাত আইলসার অনুমোদন	
	o এসআরটিআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত ঈশ্বরদী-২২,ঈশ্বরদী-২৪এবং ঈশ্বরদী-২৫ জাত গুলো অনুমোদন	
	* কম গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন পাট বীজ বিক্রয়ের জন্য ছাড় পত্র প্রদান	
	* বিএডিসির নিজস্ব ট্যাগে কয়েকটি ফসলের বীজ বিক্রয়ের প্রস্তাব	
	* বীজ বিধি ১৯৮০ সংশোধন	
	* ফসলের জাত রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি নিরুপন	
	* বীজ ডিলার রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি নিরুপন	
	* বীজ প্রযুক্তিবিষয়ক সেমিনার ১৯৯২ এর সুপারিশমালা অনুমোদন	
(২)	**জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০ তম সভা**	
	* জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ	
	* ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা	
	* কারিগরী কমিটির ২৪তম সভার সুপারিশমালা পর্যালোচনা	
	o ফসলের জাতের নামাকরণ	
	o বারি উদ্ভাবিত গমের দুটি জাত বি,এ,ডব্লিউ-১৭১(সওগাত/নিশান)এবং বি,এ,ডব্লিউ-৪৫২(প্রতিভা/নূর)অনুমোদন	
	o আলুর জাত রিলিজ এবং এম,এল,টি পরীক্ষাকরণ	
	o বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর দুটি জাত ক্লোন-পি-৮৬.৪৫৭ ও ক্লোন পি-৮৭.৩৬৪,ছোলার দুটি জাত বারি ছোলা-২ ও বারি ছোলা-৩,কাউপি ফসলের বারি ফেলন-১ এবং মশুরের জাত ফালগুনি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ	
	* জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি পূনঃগঠন	
	* বীজ আইন ও বিধিমালা সংশোধনীর খসড়া অনুমোদন	
	* বীজ নীতির আলোকে জাত ছাড়করণ পদ্ধতি সংশোধন	
	* বিবিধ	
(৩)	**জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩১তম সভা**	
	* ৩০তম সভার কার্যবিবরণী চুড়ান্ত করণ	
	* ৩০তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	
	* বীজ আইনের সংশোধনী চুড়ান্তকরণ	
	* বীজ বিধি সংশোধনী চুড়ান্ত করণ	

* জাত রেজিষ্ট্রেশনের ফি নির্ধারণ
* সীড ডিলার রেজিষ্ট্রেশন

(৪) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩২তম সভা**

* ৩১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা
* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা
* জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ২৫তম ও বর্ধিত সভার সুপারিশমালা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
* আলুর জাত রিলিজ ও এম,এল,টি পরীক্ষাকরণ
* সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তকরণ
* বীজ প্রযুক্তিবিষয়ক সেমিনার ১৯৯২ এর সুপারিশমালা অনুমোদন
* বীজের লট সাইজও পরীক্ষাগারে বিজাত নির্ণয়ের পদ্ধতির সুপারিশ
* বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ব্যবহৃত প্রত্যায়িত বীজের ট্যাগে পরিবর্তন অনুমোদন
* বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের জন্য ফি নির্ধারণ
* বিবিধ

(৫) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভা**

* ৩২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা
* ৩১তম সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি
* কারিগরী কমিটির বিশেষ সভার কার্যবিবরণী
  - আলুর জাত ছাড়করণ
* কারিগরী কমিটির ২৬তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ
  - সদস্য পরিচালক(শস্য) বি,এ,আর,সিকে কারিগরী কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তকরণ
  - এসআরটিআই কর্তৃক উদ্ভাবিত এসআরটিআই আখ-২৬এবং এসআরটিআই আখ-২৭ অনুমোদন
  - ইপসা কর্তৃক উদ্ভাবিত ইপসা পেয়ারা -১ জাতের অনুমোদন
  - মূল্যায়ন টিমের কার্যক্রম
* বীজের জাত ও ডিলার রেজিষ্ট্রেশন
* উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধি-১৯৯৫এর খসড়া অনুমোদন
* বিবিধ

(৬) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভা**

* ৩৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা
* কারিগরী কমিটির ২৭তম সভার সুপারিশ সমুহ বিবেচনা
  - কারিগরী কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়োগ
  - মূল্যায়ন টিমের কার্যক্রম
  - বার্লি ও কেনাফ ফসলের মাঠ ও বীজমান
  - বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা পাট-৩,বিজেআরআইদেশী পাট-৫,বিজেআরআই দেশী পাট-৬ এবং বিজেআরআই কেনাফ -২ অনুমোদন
  - বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি খেসারী-১ ও বারি খেসারী-২ অনুমোদন
  - প্রকৃত আলু বীজের জাত অনুমোদন
* বীজের প্রয়োজনীয়তা ও সরবরাহ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের রিপোর্ট

* উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধি-১৯৯৫ এর খসড়া অনুমোদন
* বীজের মান উন্নয়নে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ
* বীজ প্রত্যয়ন কার্যের জন্য ফি নির্ধারণ
* বেসরকারী পর্যায়ে গবেষনা ।
* বীজের বাফার ষ্টক
* প্রিরিলিজড জাতের বীজ বর্ধন ও বিতরণ

(৭) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভা**

* বিগত ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহের অগ্রগতি পর্যালোচনা
* কারিগরী কমিটির ২৮তম সভার সুপারিশসমুহ বিবেচনা
  - বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ প্রত্যয়ন
  - বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত বাউ ধান-২ অনুমোদন
  - এসআরটিআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত এসআরটিআই-২৮ অনুমোদন
  - বিএডিসি'র, মিরপুরস্থ বীজ পরীক্ষাগারটিকে আর্ন্তজাতিক বীজ পরীক্ষণ এসোসিয়েশন (আইএসটিএ)এর অ্যাক্রেডিশন লাভের জন্য মনোনয়ন প্রদান
  - সম্ভাবনাময় প্রিরিলিজড জাতের বীজ পরিবর্ধন ও বিতরণ
  - ট্রুথফুল্লি লেভেলড্সীড(মান ঘোষিত বীজ)বিতরণ
* প্রকৃত আলু বীজ ছাড়করণ পদ্ধতি নির্ধারণ
* প্রকৃত আলু বীজ আমদানি সহজীকরণ
* ফসলের হাইব্রিড জাত অনুমোদন ও ছাড়করণ পদ্ধতি নির্ধারণ
* ফসলের স্থানীয় জনপ্রিয় জাত ছাড়করণ /নিবন্ধীকরণ
* খসড়া উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা - ৯৫ চুড়ান্তকরণ
* জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য পদে পরিচালক, সরেজমিন উইং এর অন্তর্ভুক্তিকরণ

(৮) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬তম সভা**

* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভার কার্যবিবরণীর ওপর আলোচনা ও কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ
  - বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ফি গ্রহণ পুর্বক সরকারী ও বেসরকারী খাতে বীজ প্রত্যয়ন
  - সম্ভাবনাময় প্রিরিলিজড জাতের বীজ পরিবর্ধন
  - মান ঘোষিত বীজ বিতরণ
  - পাট ও মূলা বীজ প্যাকেটে বিক্রয়
* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি
* কারিগরী কমিটির ২৯তম সভার সুপারিশসমুহ বিবেচনা
  - বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত বাউ ধান-২ নামক ধানের জাত ছাড়করণ
  - বিনা দেশী পাট (সি-২৭৮) জাতটি ছাড়করণ
  - ব্রীডার সীড প্রত্যয়ন
  - মানঘোষিত বীজের পোস্ট মার্কেট মান নিয়ন্ত্রণ
* বীজ আমদানীর জন্য গৃহীত আমদানি পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ
* গবেষনা খামারে বীজ উৎপাদন এবং উৎপাদিত বীজ বিক্রয়
* বিবিধ

(৯) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভা**

* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬তম সভার কার্যবিবরণীর ওপর আলোচনা ও কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ
* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা
* কারিগরী কমিটির ৩০তম সভার সুপারিশসমুহ বিবেচনা
  - ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি অনুমোদন
  - বীজমান পূনঃ নির্ধারণ প্রতিবেদন বিবেচনা
  - বিনা দেশী পাট-২ (সি-২৭৮)জাতটি ছাড়করণ
  - প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ পদ্ধতি
* বীজের আমদানি পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ
* বিবিধ
* সরকারী ভাবে উৎপাদিত মৌল ও ভিত্তি বীজ বেসরকারী বীজ ডিলারদের নিকট সরবরাহের নীতিমালা
  - বিএডিসি'কে বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধিকরণ
  - মান ঘোষিত বীজ বিক্রয়
  - তূলাকে নিয়ন্ত্রিত ফসলের আওতাভূক্ত করা

(১০) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম সভা**

* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভার কার্যবিবরণীর ওপর আলোচনা ও কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ
* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা
* কারিগরী কমিটির ৩১তম ও বিশেষ সভার সুপারিশ সমুহ বিবেচনা
  - প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ
  - বিআরআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রিধান-৩৩(বিজি-৮৫০-২) নামক ধানের জাত ছাড়করণ
* তূলাকে নিয়ন্ত্রিত ফসলের আওতাভূক্ত করণ
* ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি অনুমোদন

(১১) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভা**

* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম সভার কার্যবিবরণীর ওপর আলোচনা ও কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ
* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা
* কারিগরী কমিটির ৩২তম সভার সুপারিশ সমুহ বিবেচনা
  - পাটও গমের জাতের ডিইউএস টেস্ট পদ্ধতি
  - বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৩৫ ছাড়করণ
  - বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৩৬ ছাড়করণ
  - বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা ধান- ৪ জাতটি ছাড়করণ

(১২) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার মুলতবী সভা**

* ফসলের হাইব্রিড জাত মুল্যায়ন, নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি অনুমোদন
* মাঠ মুল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদন পত্র অনুমোদন
* ছাড়কৃত ধানের জাত সমুহের রিকমন্ডেড লিস্ট
* ফসলের মাঠমান,বীজমান পুনঃ নির্ধারণ
* বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদনের আবেদন পত্রে জাত সম্পর্কে তথ্য প্রদান প্রসংগে বিএডিসির প্রস্তাব
* বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর প্রস্তাব সমুহ বিবেচনা
* পলিসি ভিজিট সুপারিশমালা
* সরকারী গবেষনাগার সমুহে ব্রীডার বীজ উৎপাদনের অবস্থা এবং মানঘোষিত বীজ উৎপাদনের সম্ভাবনা
* বিবিধ

(১৩) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০ তম (বিশেষ) সভা**

* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভা এবং ৩৯তম সভার মুলতবী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ
* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভা এবং ৩৯তম সভার মুলতবী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা
* হাইব্রিড ধানের বীজ এর জাত ছাড়করণ/আমদানি
* আমদানি তালিকা ভুক্ত গমের জাত অনুমোদন
* বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ প্রত্যায়ন

(১৪) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১ তম সভা**

* বিগত ৪০তম (বিশেষ) সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য বিষয় ঃ ৫,৬ ও ৭ এর ওপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
* কারিগরী কমিটির ৩৩তম সভার সুপারিশ মালা বিবেচনা
* বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনা
* বিবিধ

(১৫) **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২ তম সভা**

* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম ও ৪০ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ ।
* জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
* আখ ও আলু বীজের প্রত্যয়ন পদ্ধতি
* বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত বি,আর ৫৯৬৯-৩-২ (ব্রিধান -৩৯) এর অনুমোদন
* ফসলের জাত ও বীজ ডিলার নিবন্ধন
* জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন
* সাময়িক ভাবে অনুমোদিত হাইব্রিড জাত ধানের বীজ আমদানি
* অনুমোদিত হাইব্রিড জাতের প্যারেন্টলাইন আমদানি
* পাট বীজের কাষ্টম সীড প্রডাকশন

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯ তম সভা

জনাব আ,ন,ম,ইউসুফ,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ০৮/৪/৯৩ইং (২৫/১২/৯৯বাং) তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ।

১। **জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮তম সভা ও বিশেষ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮ তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ইং ১৫/২/৯২ তারিখের ৩১১ সংখ্যক স্মারক বলে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তাতে কারো কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করণের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো ।

(খ) নিম্নলিখিত মন্তব্য সংযোজন পূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয় ।

- কার্যবিবরণীতে শুধু আলোচনার উল্লেখ থাকবে । আলোচক বা কর্মকর্তার নাম আবশ্যক না হলে উল্লেখের প্রয়োজন নেই । তবে প্রয়োজনে কোন সংস্থার বিশেষ মতামত উল্লেখ থাকতে পারে ।
- কার্যবিবরণীর ভাষা মার্জিত হবে এবং অপ্রয়োজনীয় বিশেষনের ব্যবহার পরিহার করতে হবে ।

২। **জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮তম সভা এবং বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ।

(ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৮তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমুহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক

(খ) সরিষার জাত অগ্রনীর গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর ব্যবস্থা নিতে হবে, এবং

(গ) পরীক্ষাগারে জাতের মিশ্রন নির্ণয়ের পদ্ধতি সুপারিশের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে জরুরী ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো । কমিটির রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত ইং ৩০/১২/৮১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডেরপঞ্চদশ

সভায় অনুমোদিত বীজমান অনুযায়ী জাতের মিশ্রন নির্ণয়ের পদ্ধতি চালু থাকবে ।

৩। **সীড গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন,সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এবং কৃষক সংগঠন থেকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য নির্বাচন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) জাতীয় বীজ বোর্ডে অন্তর্ভূক্তির নিমিত্তে কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধির নাম প্রেরণের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে অনুরোধ করা হবে ।

(খ) সীড গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন এবং সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধির নাম প্রেরণ এর জন্য সীড ম্যানস সোসাইটি অব বাংলাদেশকে অনুরোধ করা হবে ।

(গ) মহা ব্যবস্থাপক (বীজ) ,বিএডিসিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অনুর্ভূক্তির প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে ।

৪। **কারিগরী কমিটির ২৩তম সভার সুপারিশসমুহ বিবেচনা ঃ**

(i) বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশের শ্রাবনী (বি,আর-২৬)জাতটি অনুমোদনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত রোপা আউশের জাত শ্রাবনী (বি,আর-২৬) অনুমোদন করা হলো।

(খ) জাতের বাহ্যিক স্বতন্ত্রীকরণ বৈশিষ্ট্য (যা দেখে জাতটিকে আলাদা বলে বিবেচিত করা যায়) উদ্ভাবনের জন্য গবেষনার বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং জাত অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত ফরমে এ সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে ।

(ii) **বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত আলুর জাত "আইলসা " এর অনুমোদন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত আলুর জাত "আইলসা" অনুমোদিত হলো ।

(iii) **ঈশ্বরদী-২২,ঈশ্বরদী-২৪ এবং ঈশ্বরদী-২৫ আখ জাতগুলো অনুমোদন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ ঈশ্বরদী-২২,ঈশ্বরদী -২৪ এবং ঈশ্বরদী-২৫ জাত গুলো অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত নতুন ফরমে আবেদন পত্র দাখিল স্বাপেক্ষে এ গুলো অনুমোদন করা হলো । তবে নতুন ফরমে আবেদন পত্র পাওয়ার পরই কেবল জাত তিনটির অনুমোদনের গেজেট নোটিফিকেশনের ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

৫। **কম গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন পাট বীজ বিক্রয়ের জন্য ছাড়পত্র প্রদান ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ ইং ১৯৯০-৯১এবং ১৯৯১-৯২ সনের কম গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন বিএডিসির পাট বীজ জাতীয় বীজ বোর্ডের ২১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিক্রয়ের জন্য ছাড় পত্র প্রদানের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন করা হলো ।

৬। **বিএডিসির নিজস্ব ট্যাগে কয়েকটি ফসলের বীজ বিক্রয়ের প্রস্তাব ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ধান,গম ও পাট বীজ ছাড়া অন্যান্য ফসলের বীজ যে গুলো বিএডিসি উৎপাদন ও বিক্রয় করে আসছে সে গুলোতে বিএডিসি কেবল লেবেল প্রদান পূর্বক বিক্রয় করবে ।

(খ) অন্যান্য বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী সংস্থার যে সমস্ত বীজ ,বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রত্যয়ন করে না সে বীজ গুলো বিক্রয়ের জন্য বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা তাদের স্ব স্ব লেবেল ব্যবহার করবে ।

(গ) যতদিন পর্যন্ত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক বীজ প্রত্যয়নের কাজ অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে(ধান,গম ওপাট বীজ ছাড়া) শুরু না হয় ততদিন পর্যন্ত (ক) ও(খ) এ বর্ণিত ব্যবস্থা চালু থাকবে ।

৭। **বীজ বিধি ১৯৮০ সংশোধন**

৮। **ফসলের জাত রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি নিরুপন**

৯। **বীজ ডিলার রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি নিরুপন**

সিদ্ধান্তঃ মহাপরিচালক, বীজ উইংকে সভাপতি করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি নিম্নলিখিত বিধি ও পদ্ধতির সংশোধনী /খসড়া জরুরী ভিত্তিতে তৈরী করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় সমীপে দাখিল করবেন ।

(ক) বীজ অর্ডিন্যান্স '৭৭ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের খসড়া ;

(খ) বীজ বিধি -১৯৮০ সংশোধনীর খসড়া(ট্রুথ ইন-লেবেলিং পদ্ধতি সহ) ঃ

(গ) প্লান্ট কোয়ার‍্যানটাইন অ্যাক্ট ১৯৬৬ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া ;

(ঘ) ফসলের জাত রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি

(ঙ) বীজ ডিলার এবং বীজ কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি

১০। **বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার ১৯৯২ এর সুপারিশমালা অনুমোদন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের সুপারিশমালা মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং কর্তৃক পরীক্ষাপূর্বক পুনঃপেশ করতে হবে ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০ তম সভা

ইং ২৬/১০/৯৩ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় জনাব আ,ন,ম,ইউসুফ ,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০ তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় পূর্ব নির্ধারিত আলোচ্য সূচীর উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় ।

১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম সভার কার্যবিবরণী বীজ উইং/এর স্মারক নং-৬১তারিখ ১৯/৪/৯৩ইং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয় এবং কার্যবিবরণীটির উপর কারো কোন লিখিত বা মৌখিক আপত্তি বা সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করণের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ বোর্ডের ২৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো ।

২। জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

আলোচনা -(i) ২৯ তম সভার ২ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরিষার জাত" অগ্রনী" গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং পরীক্ষাগারে জাতের মিশ্রন নির্ণয়ের পদ্ধতি সুপারিশের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির কোন প্রতিবেদন না পাওয়ায় এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি ।

(ii) ২৯তম সভার ৩নং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ থেকে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধির নাম সংগ্রহ করা হয়েছে । সীড গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন এবং সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধির নাম প্রেরনের জন্য সিদ্ধান্ত মোতাবেক সীড মেনস্ সোসাইটি অব বাংলাদেশকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল কিন্তু অদ্যাবধি কোন নাম না পাওয়ায় সীড গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন ও সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতিদ্বয়কে অত্র সভায় আমন্ত্রন জানানো হয়েছে ।এ বিষয়ে সীড মেনস্ সোসাইটির সভাপতি সাহেব এই মর্মে আপত্তি করেন যে,যথাসময়ে উপরোক্ত প্রতিনিধিদের নাম মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে ।

মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তভূক্তির বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়েছে ।জাতীয় বীজ নীতিতে বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৯ জন নির্দিষ্ট থাকায় এ পর্যায়ে তাঁকে বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হচ্ছেনা । তবে সংশোধনাধীন বীজ আইন -এ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে । সে মোতাবেক বীজ আইন সংশোধনের পর তাঁকে বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হবে । যা হোক মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসিকে অত্র সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়েছে এবং তিনি সভায় উপস্থিত হয়েছেন ।

(iii) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত বি আর-২৬, (শ্রাবনী) বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর জাত "আইলসা" এসআরটিআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত ঈশ্বরদী -২২ ,ঈশ্বরদী-২৪,ও ঈশ্বরদী-২৫ বোর্ডের ২৯ তম সভায় অনুমোদিত হয়েছিল। জাত গুলোর গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে ।

(iv) ২৯তম সভার আলোচ্য বিষয় ৭,৮,৯ এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে মহা-পরিচালক (বীজ)কে সভাপতি করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি নিম্নলিখিত বিধি ও পদ্ধতিসমূহ সংশোধনীর খসড়া জরুরী ভিত্তিতে তৈরী করে সচিব মহোদয়ের সমীপে দাখিল করবেন ।

(ক) বীজ অর্ডিন্যান্স '৭৭ প্রয়োজনীয় সংশোধনের খসড়া

(খ) বীজ বিধি ১৯৮০ সংশোধনীর খসড়া (ট্রুথ- ইন- লেবেলিং এর খসড়াসহ)

(গ) প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন এ্যাক্ট ১৯৬৬ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া

(ঘ) ফসলের জাত রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি

(ঙ) বীজ ডিলার ও বীজ কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত কমিটি এ পর্যন্ত ৬টি সভায় মিলিত হয়ে বীজ আইন ও বিধির সংশোধনীর খসড়া প্রনয়ন করেছে ।

ফসলের জাত রেজিষ্ট্রেশন এবং বীজ ডিলার ও কোম্পানী রেজিষ্টেশন পদ্ধতির খসড়া বীজ বিধিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন এ্যাক্ট সংশোধনীর কাজ বর্তমানে চলছে ।

(v) ২৯ তম সভার আলোচ্য বিষয় -১০ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার ১৯৯২ এর সুপারিশমালা বীজ উইং এ পর্যালোচনা করা হয়েছে । উল্লেখিত সুপারিশমালা বীজ আইন ,অন্যান্য বিধিমালা সংশোধন ও চলতি প্রকল্প সমুহ চুড়ান্ত অনুমোদনের পরে পরীক্ষা করে জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে । বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক ।

(খ) পরীক্ষাগারের জাত মিশ্রন নির্ণয়ের পদ্ধতি সুপারিশের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে জরুরী ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রদানের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানানো হলো ।

(গ) সীড গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন এবং সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদ্বয়ের নাম সম্বলিত পত্রের (ইতোপুর্বে প্রেরীত) অনুলিপি বীজ উইং বরাবরে প্রেরনের জন্য সীড ম্যানস সোসাইটি অব বাংলাদেশকে অনুরোধ জানানো হলো ।

(ঘ) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার ১৯৯২ এর সুপারিশমালা, বীজ আইন, বীজ বিধিমালা এবং চলতি প্রকল্প সমুহের আলোকে পর্যালোচনা পূর্বক বীজ উইং জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে ।

৩। **কারিগরী কমিটির ২৪তম সভার সুপারিশমালা পর্যালোচনা ঃ**

(i) ফসলের জাতের নামাকরণঃ ফসলের জাত নামাকরণ সুষ্ঠ ভিত্তিক করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত উপ-কমিটি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ছকটি অনুমোদনের জন্য কারিগরী কমিটি সুপারিশ করে ঃ

উদ্ভাবনকারী অথবা গবেষনা প্রতিষ্ঠানের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	ফসলের নাম	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাতের ক্রমিক নং	জনপ্রিয় নাম	জাতের নাম
বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট	বিআর	ধান	২৮	সৌরভ	বিআর-২৮(সৌরভ) ধান

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ফসলের জাত নামকরনের জন্য উল্লেখিত ছকটি(উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ফসলের নাম ও জাতের ক্রমিক নম্বর) সাময়িক ভাবে অনুমোদন করা হলো । তবে বি,আর এর স্থলে ব্রি লিখতে হবে ।

(খ) ইতোপূর্বে যে সকল জাত জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদিত হয়েছে সে গুলির পুর্বের নাম বহাল থাকবে এবং নতুন জাতের নামকরনের বেলায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে ।

(ii) বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দুইটি জাত বি,এ,ডব্লিউ-১৭১(সওগাত/নিশান)এবং বি,এ,ডব্লিউ-৪৫২ (প্রতিভা/নূর) অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ গমের জাত বি,এ,ডব্লিউ-১৭১ কে বারি গম -১৭ (সওগাত) এবং বি,এ,ডব্লিউ-৪৫২ কে বারি গম-১৮(প্রতিভা) হিসাবে অনুমোদন করা হলো ।

(iii) আলুর জাত রিলিজ এবং এম,এল,টি পরীক্ষাকরণ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ (ক)আলুর জাত ছাড়করনের জন্য প্রস্তাবিত সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি ও প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এর সুবিধাদি ব্যাখ্যা পূর্বক বীজ বোর্ডের বিবেচনার নিমিত্তে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করার জন্য কারিগরী কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো ।

(খ) এ বিষয়ে বোর্ডের পরবর্তী সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ।

(iv) বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর দুটি জাত ক্লোনপি ৮৬.৪৫৭এবং পি-৮৭.৩৬৪ ,ছোলার দুটি জাত বারি ছোলা-২ ও বারি ছোলা -৩ ,কাউপি ফসলের জাত বারি ফেলন -১ এবং মুসুরের জাত ফালুনি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরী কমিটির পরবর্তী সভা সমুহের কার্যবিবরণীতে প্রস্তাবিত জাত সমুহের বিবরণ ও বৈশিষ্ট্য সমুহ উল্লেখ পূর্বক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশের জন্য কারিগরী কমিটিকে পরামর্শ দেয়া হলো ।

(v) আলুর জাত ক্লোন ৮৬.৪৫৭ এবং ৮৭.৩৬৪ এর অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ (ক)আলুর জার্মপ্লাজম ক্লোন ৮৬.৪৫৭ কে বারি আলু-১১(চমক) এবং জার্মপ্লাজম ৮৭.৩৬৪ কে বারি আলু-১২ (ধীরা) হিসাবে অনুমোদন করা হলো ঃ

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জাত সমূহকেও জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে । (যথা পেট্রোনিজ,মুল্টা,ডায়ামন্ড ,কার্ডিনাল,মনডিয়েল ও কুফরী সুন্দরী)

(vi) বারি ছোলা -২ এবং বারি ছোলা-৩ জাত দুটি অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বারি ছোলা -২ এবং বারি ছোলা-৩ জাত দুটি অনুমোদন করা হলো ।

(vii) কাউপি ফসলের বারি ফেলন -১ জাত অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বারি উদ্ভাবিত কাউপি ফসলের বারি গোসিম-১ (চট্রলা) জাতটির নাম পরিবর্তন পূর্বক বারিফেলন-১ নামে অনুমোদন করা হলো ।

(viii) মসুরের জাত বারি মসুর-২ (ফালগুনি) অনুমোদন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ মসুরের জাত বারি মসুর-২ অনুমোদন করা হলো ।

৪। **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি পুর্নগঠন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমুদয় কারিগরী বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করার জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধি সমন্বয়ে জাতীয় বীজ বোর্ড পূনঃগঠন করা হলো ।

(১)	নির্বাহী সহ- সভাপতি বিএআরসি	চেয়ারম্যান
(২)	পরিচালক(সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	সদস্য
(৩)	পরিচালক(গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
(৪)	পরিচালক(গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
(৫)	পরিচালক(কৃষি), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
(৬)	পরিচালক, ইক্ষুগবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	সদস্য
(৭)	পরিচালক,ইপসা,সালনা,গাজীপুর	সদস্য
(৮)	মহা-ব্যবস্থাপক(বীজ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
(৯)	প্রধান বীজ তত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহ	সদস্য
(১১)	পরিচালক, বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট	সদস্য
(১২)	অতিরিক্ত পরিচালক(গবেষণা) তূলা উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১৩)	প্রতিনিধি, সীড ম্যানস সোসাইটি অব বাংলাদেশ	সদস্য
(১৪)	প্রতিনিধি, কৃষক সংগঠন	সদস্য
(১৫)	পরিচালক,বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	সদস্য-সচিব

৫। **বীজ আইন ও বিধিমালা সংশোধনীর খসড়া অনুমোদন ।**

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) প্রস্তাবিত খসড়া বীজ আইন থেকে ২৪ এবং ২৫ অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া হলো ।

(খ) খসড়া বীজ আইন ও বীজ বিধি পুনঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কমিটির আর একটি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।

(গ) খসড়া বীজ আইন ও বীজ বিধির উপর সত্বর মতামত প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য বৃন্দকে অনুরোধ জানানো হলো ।

৬। **বীজ নীতির আলোকে জাত ছাড়করণ পদ্ধতি সংশোধন ঃ**

(ক) নোটিফাইড ক্রপঃ বীজ নীতিতে ধান,গম,পাট ,আলু ও ইক্ষু এই পাঁচটি ফসলকে নোটিফাইড ক্রপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ ফসল গুলির জাত ছাড়করণ কারিগরী কমিটি অনুমোদন করবে ।

সিদ্ধান্ত ঃ নোটিফাইড ক্রপের ক্ষেত্রে বর্তমান পদ্ধতি চালু থাকবে অর্থাৎ কারিগরী কমিটির সুপারিশক্রমে জাতীয় বীজ বোর্ড জাত অনুমোদন করবে এবং ছাড় করণের জন্য গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

(খ) নন নোটিফাইড ক্রপঃ

সিদ্ধান্ত ঃ নন নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করনের জন্য বীজ নীতিতে উল্লেখিত পদ্ধতি (যা খসড়া বীজ বিধিতে অনুর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং অনুমোদন প্রত্যাশায় রয়েছে) নীতিগত ভাবে অনুমোদন করা হলো । এ জন্য সংশোধিত বীজ বিধির ফরম নং-২ ফরম নং-৩ সংশোধিত বীজ বিধি অনুমোদন প্রত্যাশায় ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করা হলো ।

৭। **বিবিধ ঃ**

(i) ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে অবিক্রিত -২৩৮ মেঃ টন এবং অবিতরণকৃত ৬০ মেঃ টন প্রত্যায়িত পাট বীজ আগামী (১৯৯৩-৯৪) মৌসুমে বিক্রয় ঃ

বিএডিসি থেকে জানানো হয় যে,গত মৌসুমে কৃষকদের নিকট বিতরনের জন্য সংস্থা থেকে সরবরাহকৃত ৮৪১ মেঃ টন পাট বীজ অবিক্রিত থেকে যায় । তাছাড়া গত মৌসুমে অবিতরণকৃত ৬০ মেঃ টন পাট বীজ ও বিএডিসির নিকট মজুদ আছে । নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী স্বাপেক্ষে উল্লেখিত বীজ গুলি বিক্রয়ের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ২১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে বিএডিসি(১৯৯২-৯৩ সনে অবিক্রিত -২৩৮ মেঃ টন এবং অবিতরণকৃত ৬০ টন পাট বীজ)বীজ গুলি আগামী মৌসুমে বিক্রয় করতে পারবে এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট বীজের প্যাকেটে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি থাকতে হবে যাতে কৃষকগন প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয় ।

(ii) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ৩০/১২/৮১ তারিখে অনুমোদিত গম ও ধান বীজের "বীজমান" এ উল্লেখিত আক্রান্ত বীজ উপ-প্যারা মিটারটি প্রত্যাহার ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০/১২/৮১ তারিখের সভার অনুমোদিত গম ও ধান বীজের "বীজমান" থেকে বিশুদ্ধতার প্যারামিটারে অন্তর্ভূক্ত আক্রান্ত বীজ এর উপ-প্যারামিটারটি প্রত্যাহার করা হলো ।

(খ) স্বাস্থ্য সুনির্দিষ্ট প্যারামিটার নির্ধারনের জন্য ফসল ভিত্তিক ও রোগ ভিত্তিক গবেষনা করে এ ভিত্তিতে সুপারিশ প্রনয়নের জন্য গবেষনা প্রতিষ্ঠান সমুহকে অনুরোধ জানানো হলো ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩১ তম সভা

জনাব আ,ন,ম,ইউসুফ,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ১৮/১২/৯৩ ইং সকাল ১০ টায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩১তম সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

১। **৩০তম সভার কার্যবিবরণী চুড়ান্তকরণ ঃ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০ তম সভার কার্যবিবরণীটি বোর্ডের সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল গবেষনা প্রতিষ্ঠান সমূহে বিতরণ করা হয় এবং তাতে কারো কোন আপত্তি পাওয়া যায়নি । তবে ৩০তম সভার ৪ নম্বর সিদ্ধান্তে ভুলক্রমে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি পুনঃগঠনের স্থলে জাতীয় বীজ বোর্ডের পূনঃগঠনের কথা লিখা হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ৩০ তম সভার কার্যবিবরণীটি চুড়ান্ত করা হলো ।

(খ) ভূল সংশোধন করে করিজেন্ডাম জারী করতে হবে ।

২। **৩০ তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ**

৩০ তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহের মধ্যে বীজ আইন ও বীজ বিধি চুড়ান্ত করনের জন্য গঠিত কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ছিল । একটি সভা করে বীজ আইন ও বীজ বিধির খসড়া সংশোধনী চুড়ান্ত করা হয়েছে । অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ।

৩। **বীজ আইন এর সংশোধনী চুড়ান্ত করণ ঃ**

'বীজ অধ্যাদেশ' ১৯৭৭ নামে একটি অধ্যাদেশ বর্তমানে জারী করা আছে । বীজ অধ্যাদেশ এর কিছু কিছু ধারার সাথে বীজ নীতির অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়ায় বীজ অধ্যাদেশের কিছু কিছু অনুচ্ছেদ সময় উপযোগী করার জন্য সংশোধনী আনার প্রয়োজন দেখা দেয় । বিষয়টি ২৯তম সভায় উত্থাপিত হলে বোর্ড সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুতের জন্য একটি কমিটি করে দেয় এ কমিটি সংশোধিত খসড়া ৩০তম সভায় উপস্থাপন করে । উত্থাপিত খসড়ার ভিত্তিতে ৩০ তম সভায় আলোচনা কালে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

(ক)প্রস্তাবিত খসড়া বীজ আইন থেকে ২৪ ও ২৫ অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া যেতে পারে ।

(খ) খসড়া বীজ আইন ও বীজ বিধি পুনঃ পরীক্ষার জন্য কমিটির আরেকটি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে ।

(গ) খসড়া আইন ও বীজ বিধির উপর সত্ত্বর মতামত প্রদানের জন্য জাতীয় বীজবোর্ডের সদস্যদেরকে অনুরোধ জানানো হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭ এর শুধু সংশোধনী বিষয় গুলো উল্লেখ পূর্বক বীজ আইন (সংশোধিত) ১৯৯৩ নামে একটি আইন জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

৪। **বীজ বিধি সংশোধনী চুড়ান্তকরণ ঃ**

১৯৮০ সালে বীজ বিধি ১৯৮০ নামে একটি বিধি চালু করা হয় । বীজ নীতি এবং বীজ বিধির মধ্যে অসামনজস্যতা লক্ষ্য করায় এবং বীজ বিধিবহূ আগে প্রনীত হওয়ায় বীজ বিধিটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয় । বীজ বিধি সংশোধন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিধিটি ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন আছে । এ জন্য সংশোধনী আনয়ন না করে বীজ' বিধি ১৯৯৩' নামে নতুন করে একবিধি তৈরী করা হয় । নতুন যে বিষয় সংযুক্ত হয়েছে তা নিম্নরুপ ঃ

(i) অনুচ্ছেদ গুলো অধ্যায় হিসাবে আলাদা নম্বর দিয়ে বিষয়ের ভিত্তিতে পৃথক হয়েছে ।

(ii) জাতছাড়করণ,জাতের রেজিষ্ট্রেশন,ডিলার রেজিষ্ট্রেশন এবং "ট্রুথফুলি লেবেলিং অফ সীড"নামে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে ।

(iii) বীজ উইং এর কার্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং এসসিএ জাতীয় বীজ ল্যাবরেটরী, জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাদি পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও ক্ষেত্র বিশেষে বাদ দেয়া হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ(ক) নিম্নলিখিত কথা/বিষয়াদি সংযোজন/বিয়োজন করে উপস্থাপিত বীজ বিধির খসড়া বীজ 'বিধি ১৯৯৩' নামে জারীর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুমোদন করা হলো ।

(i) .part (viii).অনুচ্ছেদ ১৯ (১) এ Five এর স্থলে Four হবে ।

(ii) part(viii) Classes of Seed..অনুচ্ছেদ থেকে Farmer's Seed বাদ দিতে হবে ।

(iii) part (v)এর ([a]) ক্রমিকে Breeders Seed and Foundation Seed শব্দগুলির স্থলে ব্রিডার্স ফাউন্ডেশন এ্যান্ড সার্টিফাইড শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে ।

(খ) বীজ বিধি ১৯৯৩ জারী হবার তারিখ হতে বীজ বিধি ১৯৮০ বাতিল বলে গন্য হবে ।

৫। **জাত রেজিষ্ট্রেশনের ফি নির্ধারণ ঃ**

জাত রেজিষ্ট্রেশন এর জন্য প্রস্তাবিত সংশোধীত বীজ বিধিতে ফি নির্ধারনের বিধান রয়েছে যা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে। বিষয়টির উপর আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ।

সিদ্ধান্তঃ (ক) প্রতিটি জাত রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ৫০০/= (পাঁচ শত) টাকা ফি নির্ধারণ করা হলো । ফি ট্রেজারী রিসিপ্ট এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে এবং জমা রিসিপ্ট আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে ।

(খ) জাত রেজিষ্ট্রেশনের ফি প্রদান সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে ।

৬। **সীড ডিলার রেজিষ্ট্রেশন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ ডিলার রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকার ফি ধার্য করা হলো । এ ফি ট্রেজারী রিসিপ্টের মাধ্যমে প্রদান পূর্বক আবেদন পত্রের সাথে রিসিপটটি জমা দিতে হবে ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩২তম সভা

২৫/৭/৯৪ ইং তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব,জনাব এম,আখতার আলীর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩২তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় পূর্ব নির্ধারিত আলোচ্য সূচীর উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় ।

১। **৩১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩১তম সভার কার্যবিবরণীটি বোর্ডের সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয় এবং তাতে কারো কোন আপত্তি না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা নিশ্চিত করণের পক্ষে মত করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ বোর্ডের ৩১ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো ।

২। **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় । আলোচনা সমুহ সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয় ।

৩। **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ২৫তম ও বর্ধিত সভার সুপারিশমালা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ নিম্নেবর্ণিত বিভিন্ন ফসলের মোট ১৯টি জাতের অনুমোদন দেয়া হলো ।

ক্রমিক নং-	ফসলের নাম	জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩২তম সভায় অনুমোদন প্রাপ্ত জাতের নাম		
(১)	ধান	(১)	ব্রি ধান-২৭	
		(২)	ব্রি ধান-২৮	
		(৩)	ব্রি ধান-২৯	
		(৪)	ব্রি ধান-৩০	
		(৫)	ব্রি ধান-৩১	
		(৬)	ব্রি ধান-৩২	
(২)	মিষ্টি আলু	(১)	বারি মিষ্টি আলু-৪	
		(২)	বারি মিষ্টি আলু-৫	
(৩)	ছোলা	(১)	বিনা ছোলা-২	
(৪)	মাস	(১)	বিনা মাস -১	
(৫)	মুগ	(১)	বিনা মুগ-২	
(৬)	গোল আলু	(১)	বারি আলু-১৩	(গ্রানোলা)
		(২)	বারি আলু-১৪	(ক্লিউপেট্রা)
		(৩)	বারি আলু-১৫	(বাইনেলা)
(৭)	সরিষা	(১)	বারি সরিষা -৬	
		(২)	বারি সরিষা-৭	
		(৩)	বারি সরিষা-৮	
(৮)	বার্লি	(১)	বারি বার্লি-১	
		(২)	বারি বার্লি-২	

৪। **আলুর জাত রিলিজ ও এম,এল,টি পরীক্ষাকরণ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) আলুর জাত ছাড়করণের জন্য প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ও প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এর সুবিধাদি ব্যাখ্যা পূর্বক বীজ বোর্ডের বিবেচনার নিমিত্তে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করার জন্য কারিগরী কমিটিকে অনুরোধ করা হলো ।

(খ) এক মাস সময়ের মধ্যে এ সুপারিশ প্রেরণের অনুরোধ করা হলো ।

৫। **"সীড ম্যান্স সোসাইটি অব বাংলাদেশ" এর প্রতিনিধিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অর্ন্তভূক্ত করণ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ "সীড ম্যান্স সোসাইসিট অব বাংলাদেশ" এর সভাপতিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হলো ।

৬। **বীজ প্রযুক্তিবিষয়ক সেমিনার ১৯৯২ এর সুপারিশমালা অনুমোদন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের তরফ হতে সেমিনারের মাধ্যমে সুপারিশমালা প্রনয়ন করে উপহ্যাপনের জন্য ধন্যবাদ জানানো হলো এবং জাতীয় বীজ বোর্ড সুপারিশমালা সম্পর্কে অবহিত হলো ।

৭। **বীজের লট সাইজ ও পরীক্ষাগারে বিজাত নির্নয়ের পদ্ধতির সুপারিশ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া,যিনি বীজের লট সাইজ ও পরীক্ষাগারে বিজাত নির্নয়ের পদ্ধতি সুপারিশ কমিটির দায়িত্বে ছিলেন তাকে এ কাজটি জরুরী ভিত্তিতে করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হলো ।

৮। **বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ব্যবহৃত প্রত্যায়িত বীজের ট্যাগের পরিবর্তন অনুমোদন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ বিশেষ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১৫(পনের) লক্ষ ট্যাগের জন্য নীল কালিতে টাইপ এবং ট্যাগের উপরের মার্জিনেএকটি নীল স্ট্যাম্প ছাপানোর জন্য অনুমোদন দেয়া হলো । তবে ভবিষ্যতে নির্ধারিত রংয়ের ট্যাগ ছাপানোর ব্যবস্থা নিতে হবে ।

৯। **বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের জন্য ফি নির্ধারন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং ,বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী,বিএডিসি ,এস,এস,বি থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি "টাস্ক ফোর্স" গঠন করতে হবে তারা আগামী ৩ মাসের মধ্যে ফি নির্ধারনের ব্যাপারে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন ।

১০। **বিবিধ ঃ**

(i) বেসরকারী পর্যায়ে গবেষনার জন্য এস,এস,বি এর সভাপতি একটি সুনিদিষ্ট পদ্ধতির প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন । বিষয়টির উপর আলোচনা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ এস,এস,বি এর সভাপতি এ ব্যাপারে একটি লিখিত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এ দাখিল করবেন ।

(ii) ২৪/৭/৯৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় বীজের ঘাটতি এবং বীজ সরবরাহের উপর আলোচনা হয় । এ ব্যাপারে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজনের বিষয়টি আলোচনায় আসে । বীজের ঘাটতি মেটানোর জন্য" বাফার স্টক" এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া দরকার ।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজের ঘাটতি মেটানোর জন্য বাফার স্টক তৈরী এবং সেই সাথে সাধারণ কর্মসুচী চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের জন্য একটি যুক্তিসিদ্ধ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে উপহ্যাপন করার জন্য বিএডিসিকে অনুরোধ করা হলো ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভা

জনাব এম আখতার আলী,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ৮/৩/৯৫ইং তারিখ বেলা ১২টায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমুহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ।

১। **৩২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ**

(i) ৩২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩২তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দের নিকট প্রেরণ করা হয় । উক্ত কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি । সভাতে কোন মন্তব্য করা হয়নি ।

সিদ্ধান্ত ঃ ৩২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো ।

(ii) বীজের লট সাইজ ও পরীক্ষাগারে বীজের বিজাত নির্ণয় পদ্ধতি ঃ

(ক) বীজের লট সাইজ ও নমুনা সংগ্রহ ইস্টা (আই ,এস,টি,এ) এর নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে ।

(খ) পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা (এনালাইটিক্যাল পিউরিটি) ইস্টা (আই এসটি এ)এর নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে । বিজাত মিশ্রণ নিয়ন্ত্রনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে ।

(iii) বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের জন্য ফি নির্ধারণঃ- এই কাজের জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে । টাস্কফোর্স এ বিষয়ে কাজ করছে । এখনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি ।

সিদ্ধান্ত ঃ আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে ।

(iv) বেসরকারী পর্যায়ে গবেষণা ঃ এস,এস,বি এর সভাপতি মহোদয় একটি লিখিত প্রস্তাব সভায় দাখিল করেছেন ।

সিদ্ধান্ত ঃ দাখিলকৃত প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে ।

(v) বাফার স্টক ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসির প্রস্তাব 'বীজের প্রয়োজনীয়তা এবং সরবরাহ' নির্ণয় সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কর্তৃক পরীক্ষা করে বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে ।

২। **৩১তম সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি ঃ**

(ক) বীজ আইনের সংশোধনী চুড়ান্ত করা হয়েছে এবং বিল আকারে এটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রী পরিষদে রয়েছে ।

(খ) বীজ বিধি সংশোধনী চুড়ান্ত করা হয়েছে এবং বীজ আইন অনুমোদিত হলে সংশোধিত বীজ বিধি জারী করা সম্ভব হবে ।

(ঘ) বীজের জাত ও বীজ ডিলার রেজিষ্ট্রেশন সিদ্ধান্ত এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি । এ বিষয়ে এই সভায় একটি আলাদা প্রস্তাব বিবেচিত হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ।

৩। **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির বিশেষ সভার কার্যবিবরণী ঃ**

আলুর জাত ছাড়করণ ঃ বিদেশী আলুর জাত ছাড়করনের জন্য ৩২ তম সভায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত দেয়া হয় ।

(ক) আলুর জাত ছাড়করণের জন্য প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ও প্রচলিত পদ্ধতির সুবিধাদি ব্যাখ্যা পূর্বক বীজ বোর্ডের সুনিদিষ্ট সুপারিশ করার জন্য কারিগরী কমিটিকে অনুরোধ করা হয় ।

(খ) এক মাসের মধ্যে এই সুপারিশ প্রেরণের অনুরোধ করা হয় ।

(গ) কারিগরী কমিটির বিশেষ সভায় অনুমোদিত বাংলাদেশে আলুর জাত মুল্যায়ন পদ্ধতির সংশোধিত প্রক্রিয়াটি বীজ আলুর জাত ছাড়করণের ব্যাপারে প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

৪। **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ২৬তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ**

(i) **সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসিকে কারিগরী কমিটিতে সদস্য হিসাবে অর্ন্তভূক্তি করণ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) কারিগরী কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বিএ আর সি র সদস্য পরিচালক (সশ্য) কে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসাবে অর্ন্তভূক্ত করা হলো ।

(খ) বীজ নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারিগরী কমিটির পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক (২৫ তম সভা) কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য কারিগরী কমিটিকে পুনরায় অনুরোধ করা হলো ।

(গ) যেহেতু অতিরিক্ত পরিচালক তূলা উন্নয়ন বোর্ডের পদ পূরন হয়েছে সেহেতু অতিরিক্ত পরিচালক তূলা উন্নয়ন বোর্ড কারিগরী কমিটির সদস্য থাকবেন ।

(ii) **ফসলের জাত ছাড়করণ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ এস,আরটি আই কর্তৃক উদ্ভাবিত এস,আর,টি আই আখ-২৬ এবং এসআরটি আই আখ-২৭-জাতদুটি অনুমোদন করা হলো ।

(খ)ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার কর্তৃক উদ্ভাবিত ইপসা পেয়ারা -১-জাতটি অনুমোদন করা হলো ।

(গ) কারিগরী কমিটির কার্যবিবরণীতে জাতের বিশেষত্ব সম্পর্কে মন্তব্য দান পূর্বক সুপারিশ করতে অনুরোধ করা হলো ।

(iii) **মূল্যায়ন টিমের কার্যক্রম ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ বিএআরসি'র নির্বাহী সহ- সভাপতি মহোদয় দেশের নয়টি অঞ্চলের জন্য নয়টি মাঠ দল নির্ধারণ করে দেবেন । মাঠ দলের দলনেতা হবেন অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর । দলনেতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারিগরী কমিটির সদস্য সচিব,পরিচালক ,বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করবেন ।

৫। **বীজের জাত ও ডিলার রেজিষ্ট্রেশন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম সভায় অনুমোদিত প্রস্তাবিত সংশোধিত বীজ বিধির ফরম নম্বর-২ ব্যবহার করে নন-নটিফাইড ফসলের জাত রেজিষ্ট্রেশনের কাজ শুরু করা যেতে পারে ।

(খ) প্রস্তাবিত সংশোধিত বীজ বিধির ফরম নম্বর - ৩ ব্যবহার করে একটি আবেদন পত্র গ্রহন করে ডিলার রেজিষ্ট্রেশন শুরু করা যেতে পারে ।

(গ) বীজ আইন ও বীজ বিধি অনুমোদিত হলে পরবর্তীতে জাত রেজিষ্ট্রেশন ও ডিলার রেজিষ্ট্রেশন ফি গ্রহণ করে বিধি সম্মত করা হবে ।

৬। **উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধি, ১৯৯৫ এর খসড়া অনুমোদন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) খসড়া সংগনিরোধ বিধির উপর মতামত প্রদানের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করতে হবে ।

(খ) এ সংক্রান্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে আর একটি সভায় মিলিত হবেন ।

(গ) সংশ্লিষ্ট সকলকে লিখিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলতে হবে ।

৭। **বিবিধ ঃ**

(i) **ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরী কমিটি বিষয়টি আলোচনা করে নির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করবেন ।

(ii) **সীডম্যান্স সোসাইটির সাংগঠনিক বিষয়াদি ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) একটি লিখিত বক্তব্য প্রেরনের জন্য সোসাইটির সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো ।

(খ) সীডম্যান্স সোসাইটি,সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ,সীড গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন কর্মকর্তাদের নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভা

ইং ২৫/৬/৯৫ তারিখে বেলা ১২ টায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জনাব এম,আখতার আলী,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪ তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

১। **৩৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভার কার্যবিবরণীটি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয় । উক্ত কার্যবিবরণীটির উপর কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি ।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ৩৩তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হলো ।

(খ) বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে সভায় বিবেচিত হয় ।

২। **জাতীয় বীজ বোর্ডেরকারিগরী কমিটির ২৭ তম সভার সুপারিশ বিবেচনা ঃ**

(i) **কারিগরী কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়োগ ।**

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরী কমিটির সুপারিশ মোতাবেক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত উপযুক্ত কৃষক প্রতিনিধি কারিগরী কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হবেন । জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩ তম সভার সিদ্ধান্ত এ মর্মে পরিমার্জিত হয়েছে বলে গণ্য হবে ।

(ii) **মূল্যায়ন টিমের কার্যক্রম ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরী কমিটির সুপারিশ মোতাবেক নয়টি মাঠ দল তাদের প্রতিবেদন পরিচালক,সরেজমিন উইং,ডিএই এর নিকট প্রেরণ করবেন এবং পরিচালক(সরেজমিন) ডিএই তা একত্রীভূত করে সার্বিক মন্তব্যসহ পরিচালক এস,সি,এ এর নিকট প্রেরণ করবেন ।

(iii) **বার্লি ও কেনাফ ফসলের মাঠ ও বীজমান ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ বার্লি ও কেনাফ ফসলের মাঠ ও বীজমান কারিগরী কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অনুমোদন করা হলো । (পরিশিষ্ট -ক)

(iv) **ফসলের জাত ছাড়করণ ঃ**

(ক) বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত বিজে আর আই তোষাপাট-৩, বিজেআর আই দেশীপাট-৫, বিজে আর আই দেশী পাট -৬ ও বিজেআরআই কেনাফ-২ ছাড়করণ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বিজে আর আই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাটের তিনটি জাত যথা বিজে আর আই তোষা পাট-৩, বিজেআর আই দেশী পাট-৫,বিজে আর আই দেশী পাট-৬ এবং কেনাফের একটি জাত বিজে আর আই কেনাফ-২ ব্রিডারের দেয়া আবেদন পত্র এবং তথ্যাদি ও কারিগরী কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে অনুমোদন করা হলো ।

(খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত বারি খেসারী-১ ও বারি খেসারী-২ ছাড় করণ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরী কমিটির সুপারিশ এবং ব্রিডার কর্তৃক প্রদত্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে প্রস্তাবিত বারি খেসারী-২ জাতটিকে বারি খেসারী-১ জাত হিসাবে অনুমোদন করা হলো ।

(v) **প্রকৃত আলু বীজের জাত অনুমোদন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করনের আশু ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউটকে অনুরোধ করা হলো ।

৩। **বীজের প্রয়োজনীয়তা ও সরবরাহ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টটি বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের বেসিক ডকুমেন্ট হিসাবে ব্যবহারের জন্য নীতিগত ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে ।

(খ) টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টটির বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত "সীড প্রমোশন" কমিটি তৈরী করা হলো । রিপোর্টটির আলোকে একটি পরিপত্র জারী করতে হবে ।

৪। **উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধি, ১৯৯৫ এর খসড়া অনুমোদন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ খসড়া উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধির উপর কোন মন্তব্য থাকলে তা সরাসরি বীজ বোর্ডের সদস্য সচিবের নিকট এক মাসের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে । আগামী সভায় এটি চুড়ান্ত করা হবে ।

৫। **বীজের মান উন্নয়নে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ পাট ও মূলাবীজ প্যাকেট বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটে বিক্রেতার নাম,উৎস, জাতের নাম ও গজানোর ক্ষমতা লিখবার উপদেশ দেয়া যেতে পারে । এ মর্মে সবাইকে অবহিত করতে হবে ।

৬। **বীজ প্রত্যয়ন কাজের জন্য ফি নির্ধারণ ঃ**

এ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স তাদের রিপোর্টে নিম্নলিখিত ফি এর সুপারিশ করেছে ।

(i)	প্রতি হেক্টর ও তার অংশ বিশেষের জন্য প্রত্যয়ন ফি	টাঃ ২৫.০০
(ii)	অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা(প্রতি নমুনা)	টাঃ ১০.০০
(iii)	বিশুদ্ধতা পরীক্ষা (প্রতি নমুনা)	টাঃ ১০.০০
(iv)	আর্দ্রতা পরীক্ষা (প্রতি নমুনা)	টাঃ ১০.০০
(v)	বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা	টাঃ ২৫.০০

(ক) দরখাস্ত প্রদানের সাথে ফি আদায় অবিলম্বে চালু করা যেতে পারে ।

(খ) বীজ প্রযুক্তি উন্নতির সাথে সাথে এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যয়ন ফি সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনে যুক্তিসিদ্ধ ব্যবস্থা নিতে হবে ।

সিদ্ধান্ত ঃ টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ মোতাবেক ফি নির্ধারনের বিষয়টি নীতিগত ভাবে গ্রহণ করা হলো । ফি ধার্য করার পূর্বে আইন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে ।

৭। **বেসরকারী পর্যায়ে গবেষনা ঃ** বেসরকারী পর্যায়ে বীজ সংক্রান্ত গবেষনা শুরু করার মত অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি এখনো দেশে গড়ে উঠেনি ।

সিদ্ধান্ত ঃ এটিডিপি প্রকল্প হতে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে । প্রকল্পটির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হবে ।

৮। **বীজের বাফার স্টক ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ প্রতিবছর ৩০০ টন (১০০ টন স্থানীয় ও ২০০ টন উফশী) আমন ধান বীজ এবং ১০০০ টন গম বীজ বাফার স্টক হিসাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে এবং সে মর্মে বিএডিসি একটি প্রকল্প তৈরী করতে পারে ।

৯। **প্রিরিলিজড জাতের বীজ বর্ধন ও বিতরণ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আলাদা সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে ।

পরিশিষ্ট -ক

PROPOSED FIELD AND SEED STANDERD OF BARLEY(*Hordeum vulgare.L.*)

Field 'Standard Criteria	**Breeder's Seed**	**Foundation Seed**	**Certified Seed**
1. Isolation distance(Metre)	3.00	3.00	3.00
2. Other varieties (Max.%) -	-	0.15	0.50
3. Other crops (Max%)	-	0.05	0.10
4. Obnoxious weeds(Max %)	-	0.05	0.10
5. Diseases (Infection by seed-borne pathogen. Max.No.of infected plants).			
i) Loose smut (*Ustilago tritici)* 0.00 (Seeds should be collected after roguing out all infected plants)		10 plants/hectare	25 plants/ hectare
Seed Standard Criteria			
1. Pure Seed (Min.%)	99.00	98.50	98.00
2. Seed of other crops (Max.%)	-	0.50	0.50
3. obnoxious weed seed(Max No)	-	10 kg	12kg
4. Inert materials(Max.%)	1.00	1.00	1.50
5. Germination (Min.%)	90.00	80.00	80.00
6. Moisture content(Max.%)	12.00	12.00	12.00
7. Diseases (Infection by seed-borne pathogen: Max.% of infected Seeds)			
i) Loose smut *(Ustilago tritici)*	0.01	0.10	0.50

PROPOSED FIELD AND SEED STANDARD OF KENAF
(Hibiscus cannabinus L.) AND MESTA (*H.sabdariffa L.*)

Field standard

Criteria	Breeders Seed	Foundation Seed	Certified Seed
1. Isolation (Metre) for *H.cannabinus* and H.sabdaniffa	60	60	40
2. Other varieties (Max.%)	0.00	0.00	0.00
3. Other crops(Max%)	0.00	0.00	0.00
4. Obnoxious weeds(Max.%)	0.00	0.00	0.00
5. Disease (infection by Seed borne pathogen,Max.No.of infected plants.%)			
Stem rot(Macrophomina phaseolina)	0.00	1.00	2.00

Seed Standard

Criteria

1. Pure Seed (Min.%)	99.50	99.00	98.00
2. Seed of other crops (Maximum number)	0.00	0.00	0.00
3. Obnoxious weed seeds (Maximum number)	0.00	0.00	0.00
4. Inert materials (Max.%)	0.50	1.00	2.00
5. Germination (Min.%)	90	80	80
6. Moisture content(Max.%)	10	10	10
7. Diseases (Infection by seed borne pathogen.Max.no.of infected seeds %)			
Stem rot (Macrophomina phaseolina)	0.00	1	2

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভা

জনাব এম,আখতার আলী,সচিব ,কৃষি মন্ত্রণালয়এর সভাপতিত্বে ১৭/৪/৯৬ ইং তারিখ বেলা ১২ টায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ।

১। বিগত ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সমুহের অগ্রগতিপর্যালোচনা ঃ

(i) **৩৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ ঃ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দের নিকট প্রেরণ করা হয় । উক্ত কার্যবিবরণীটির উপর কোন মন্তব্য বা মতামত না পাওয়া যাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করণের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো ।

(ii) **বিগত ৩৪ তম সভার সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ।**

(১) কারিগরী কমিটিতে কৃষক প্রতিনিধি অনুর্ভূক্তিকরণ,মূল্যায়ন টিমের কার্যক্রম এবং ঐ আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যবিবরণী জারীর সাথে সাথে কার্যকর হয়েছে ।

(২) বিজেআর আই কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি তোষা পাটের জাত ও দুটি দেশী পাটের জাত এবং বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত খেসারীর একটি জাত বোর্ডে অনুমোদিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বীজ উইং এর স্মারক নং-৮০,তারিখ ইং ৭/৮/৯৫ ,এর মাধ্যমে সরকারী মুদ্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

(৩) বীজের প্রয়োজনীয়তা ও সরবরাহ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি" সীড প্রমোশন কমিটি" গঠন করা হয়েছে ।

(৪) গত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালার ওপর উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং ও বিএআরআই হতে প্রাপ্ত মতামতের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং কিছু কিছু সংশোধনী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় । খসড়া বিধিমালাটি এ সভায় উপস্থাপন করা হবে ।

(৫) পাট ও মূলা বীজ কেবল প্যাকেটে বিক্রয় এবং প্যাকেটের গায়ে বিক্রেতার নাম,উৎস,জাতের নাম ও গজানোর ক্ষমতা লিখার জন্য উপদেশ দিয়ে সার্কুলার জারি করা হয়েছে ।

(৬) বীজের প্রত্যয়ন কার্যের জন্য ফি নিধারণ এবং বেসরকারী পর্যায়ে বীজ গবেষণা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সমুহ কার্যবিবরনী জারীর সাথে সাথেই বাস্তবায়িত হয়েছে ।

(৭) বিএডিসি কর্তৃক প্রি-রিলিজড জাতের বীজ বর্ধন ও বিতরণ সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য এ সভায় পুনরায় উপস্থাপন করা হচ্ছে ।

(৮) বীজের বাফার স্টক গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানা গেছে । এ বিষয়ে অগ্রগতি বিএডিসির নিকট থেকে জানা যেতে পারে ।

বিগত ৩৪ তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে সভায় বিবেচিত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক বিবেচনা করা হলো ।

(খ) বীজের বাফার স্টক গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরীর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বিএডিসিকে অনুরোধ জানানো হলো ।

২। **জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ২৮তম সভার সুপারিশসমুহ বিবেচনা ঃ**

(i) **বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ প্রত্যয়ন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ফি গ্রহণপূর্বক সরকারী খাতের এবং সামর্থ অনুযায়ী বেসরকারী খাতের বীজ প্রত্যয়নের জন্য অনুমতি দান করা হলো ।

(ii) **বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত বাউ ধান-২ অনুমোদন ।**

সিদ্ধান্ত ঃ প্রচলিত জাত সমুহের সাথে তুলনামুলক বিচারে প্রস্তাবিত জাতটির সুবিধা ও অসুবিধাসমুহ যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পরবর্তী বোর্ড সভায় তা উত্থাপনের জন্য কারীগরী কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো ।

(iii) **এস,আর, টি, আই,কর্তৃক উদভাবিত আখের জাত এস,আর,টি,আই-২৮ অনুমোদন ।**

সিদ্ধান্ত ঃ এস,আরটি,আই কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত এস,আর,টি,আই আখ-২৮ আবাদের জন্য ছাড়করা হলো ।

৩। **বিএডিসি থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনা ঃ**

(i) **বিএডিসির মিরপুরস্থ বীজ পরীক্ষাগারটিকে আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা এসোসিয়েশন (আই,এস,টি এ) এর অ্যাক্রেডিশন লাভের জন্য মনোনয়ন প্রদান ।**

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টি আলোচ্য সুচী থেকে বাদ দিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তা নিস্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়

(ii) **সম্ভাবনাময় "প্রিরিলিজড " জাতের অর্থাৎ এডভান্স লাইন পরিদর্শন এবং বীজ বিতরণ**

সিদ্ধান্ত ঃ প্রিরিলজড জাত ব্রিডার, এস,সি,এ এবং ডিএই এর তত্ত্বাবধানে পরিবর্ধন করা যাবে । তবে এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ব্রিডার কতৃক পরীবীক্ষন করতে হবে এবং জাতীয় বীজ বোর্ডকে তা অবহিত করতে হবে । সংশ্লিষ্ট জাতটি রিজিলড হবার সাথে সাথে এস,সি,এ উৎপাদিত বীজ প্রত্যয়ন করবে ।

(iii) **Truth fully labelled Seed** (মানঘোষিত বীজ) বিতরণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ বিধিমালা-৯৪ এর অনুমোদন প্রত্যাশায় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে Truthfully labelled Seed " বা মানঘোষিত বীজ বিতরনের অনুমতি প্রদান করা হলো " ।

৪। **প্রকৃত আলু বীজ ছাড়করণ পদ্ধতি নির্ধারণ ।**

সিদ্ধান্ত ঃ(ক) প্রকৃত আলু বীজ ছাড়করণের পদ্ধতি সুপারিশের জন্য বিএআরসি, বিএআরআই, বিএডিসি এবং বীজ উৎপাদন সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে ।

(খ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ক্রমে বেসরকারী খাতে প্রকৃত আলু বীজ আমদানী করতে পারবে ।

৫। **প্রকৃত আলু বীজ আমদানী সহজীকরণ**

সিদ্ধান্তঃ প্রকৃত আলু বীজ প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য আলু বীজ আমদানীর ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরুর পর থেকে দু বছর পর্যন্ত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ব্যতিত অন্য সকল নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হলো ।

৬। **ফসলের হাইব্রিড জাত অনুমোদন ও ছাড় করণ পদ্ধতি নির্ধারণ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বিভিন্নফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করনের পদ্ধতি সুপারিশ করার লক্ষ্যে কারিগরী কমিটির গত সভায় গঠিত কমিটিকে যথাশীঘ্র সম্ভব রিপোর্ট প্রদানের জন্য এবং তা বীজ বোর্ডের আগামী সভায় উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

(খ) বাংলাদেশ বীজ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জনাব কমল ব্যানার্জীকে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করার জন্য কারিগরী কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো ।

৭। **ফসলের স্থানীয় জনপ্রিয় জাত ছাড়করণ/নিবন্ধীকরণ ।**

সিদ্ধান্ত ঃ দেশে প্রচলিত স্থানীয় জনপ্রিয় জাত সমুহ নতুন প্রবর্তিত ব্যবস্থার আওতায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে নিবন্ধিত হবেনা ।

৮। খসড়া উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা ৯৫ চুড়ান্তকরণ ঃ

প্রাপ্ত সকল মতামত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত সংশোধনীর প্রস্তাব সমুহ অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উথাপন করা হয় ।

(১) খসড়াটির বিভিন্ন অংশে লিখিত Director ,Plant Quarantine' এর স্থলে Director Plant protection Wing 'প্রতিস্থাপিত হবে ।

(২) Part VI ,অনুচ্ছেদ-২২, এ (Arbitration)"under the National Seed Board of the Ministry of Agriculture" এর স্থলে "by the Ministry of Agriculture "প্রতিস্থাপিত হবে ,

(৩) Part III, অনুচ্ছেদ -১৩-এ "at the official entry points (Annex-II) and shall be accompanied by valid import permits and a phytosanitary certificate "এর স্থলে through the official entry points(Annex-II) with valid import permits and shall be accompanied by valid phytosanitary certificates " প্রতিস্থাপিত হবে ।

(৪) Part II উপ-অনুচ্ছেদ 11(f) এ valid phytosanitary certificates "শব্দগুলির পর fulfilling the plant Quarantine requirement of Bangladesh " শব্দগুলি সংযুক্ত হবে এবং " for record purpose only" শব্দগুলি বাদ দেয়া যেতে পারে ।

(৫) Annex-III এর শেষাংশে প্রথম কলামে " other types of seeds " এবং দ্বিতীয় কলামে " as decided by National Seed Board" শব্দগুলি সংযোজিত হতে পারে ।

সিদ্ধান্ত ঃ উল্লেখিত সংশোধনীসমুহ সংযোজন পূর্বক খসড়া উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধি মালা-৯৫ চুড়ান্ত করা হলো ।

৯। জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যপদে পরিচালক, সরেজমিন উইং এর অন্তর্ভূক্তকরণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ সংশোধিত বীজ আইন জারীর পর ডিএই এর পরিচালক, সরেজমিন উইংকে বীজ বোর্ডের সদস্য পদে অন্তর্ভূক্তিকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । তবে এখন থেকে বোর্ডের পরবর্তী সভাসমুহে যোগদানের জন্য তাঁকে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬ তম সভা

২২/৮/৯৬ তারিখ বেলা ১০ টায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ডঃ এ,এম,এম শওকত আলী, সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়,এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬ তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ।

১ ।জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোচনা ও কার্যবিবরণীনিশ্চিত করণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয় । কার্যবিবরণীর উপর বেশ কিছু মন্তব্য ও মতামত পাওয়া যায় । সে গুলোর উপর নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

(i) **বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ফি গ্রহণপূর্বক সরকারী ও বেসরকারী খাতে বীজ প্রত্যয়ন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বিএডিসি'র বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে । (খ) এস,সি,এ, তাদের সামর্থ অনুযায়ী ফি গ্রহণপূর্বক বেসরকারী খাতের বীজ প্রত্যয়ন করবে এবং এজন্য কোন পরিপত্র জারির প্রয়োজন নেই ।

(ii) **সম্ভাবনাময় প্রিরিলিজড জাতের বীজ পরিবর্ধন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তটির প্রি রিলিজড জাত ব্রিডার, এস,সি এ এবং ি,ডি এ,ই, এর তত্ত্বাবধানে পরিবর্ধন করা যাবে এর স্থলে "প্রিরিলিজড জাতের বীজ এস,সি,এ এবং ডি,এ,ইর সাথে আলোচনা করে এবং ব্রিডারের তত্ত্বাবধানে পরিবর্ধন করা যাবে"- প্রতিস্থাপন করে সিদ্ধান্তটি পরিমার্জন করা হলো । জাতটি রিলিজড হওয়ার পর বিধি মোতাবেক ব্রিডার সীড প্রত্যয়নের কাজ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সম্পাদন করবে ।

(iii) Truthfully labelled Seed(মান ঘোষিতবীজ) বিতরণ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ এ বিষয়ে ৩৫ তম সভার সিদ্ধান্তটি অপরিবর্তিত থাকবে ।

(iv) **পাট ও মূলা বীজ প্যাকেটে বিক্রয় ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ পাট ও মূলা বীজ প্যাকেটে বিক্রয়ের বিষয়ে জারীকৃত পরিপত্রে পিওরিটি বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করনের প্রয়োজন আপাতত ঃ নেই । উল্লেখিত বিষয় সমুহ ব্যতিত ৩৫ তম সভায় কার্যবিবরণীর অন্যান্য বিষয়ে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি ।অতএব,এ বিষয়গুলির উপর গৃহীত সংশোধনীসমুহ গ্রহণ সাপেক্ষে এ কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হলো ।

২। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫ তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ

(i) বীজের বাফার স্টক গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বিএডিসিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল । এ ব্যাপারে বিএডিসি জানিয়েছে যে, তারা এ বিষয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তাব ৩/৪ মাস পূর্বে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে । যাহোক বিএডিসি উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবটির একটি অনুলিপি বীজ উইং এ জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করবে বলে সভায় জানিয়েছে ।

(ii) বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ প্রত্যয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি এ সভায় পর্যালোচনা করার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে ।

(iii)এস,আর,টি,আই কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত এস,আর,টি,আই -২৮ বোর্ডে অনুমোদিত হওয়ার প্রেক্ষিতে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য সরকারী মূদ্রনালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

(iv) সম্ভাবনা ময় প্রি-রিলিজড জাতের বীজ পরিবর্ধন ও বিতরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি এ সভায় পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে ।

(v) প্রকৃত আলু বীজ ছাড়করণ পদ্ধতি সুপারিশ এর জন্য সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএআরসি ,বিএডিসি বিএ আর আই এবং বীজ উৎপাদক সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে । কমিটির প্রথম সভা বিগত ২০/৭/৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় । তবে এখনো কোন সুপারিশ পাওয়া যায়নি

(vi) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে বেসরকারী খাতে প্রকৃত আলুবীজ আমদানীর সুযোগ দানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বানিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

(vii) ফসলের হাইব্রিড জাত অনুমোদন ও ছাড়করণ পদ্ধতি নির্ধারনের জন্য কারিগরী কমিটি থেকে কোন সুপারিশ এখনো পাওয়া যায়নি । তাই এ সভায় তা উত্থাপন করা যাচ্ছেনা । সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ সংক্রান্ত কমিটিতে বীজ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিকে কো-অপ্ট করা হয়েছে ।

(viii) ফসলের স্থানীয় জাত ছাড়করণ/নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি কার্যবিবরণী জারীর সাথে সাথেই কার্যকর হয়েছে।

(ix) খসড়া উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা-৯৫ চুড়ান্তকরণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত কার্যবিবরণী জারীর সাথে সাথেই কার্যকর হয়েছে ।

(x) জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য পদে পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএইকে অনুর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৫ তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভা অবহিত হলো ।

৩। **কারিগরী কমিটির ২৯তম সভার সুপারিশসমুহ বিবেচনা ঃ**

(i) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত বাউ ধান-২ নামক ধানের জাত ছাড়করণ ।

(ক) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত বাউ-১৬ লাইনটি আমন মৌসুমে সারাদেশে আবাদের জন্য বাউধান-২ নামে ছাড়করা হলো ।

(খ) কমপক্ষে ৪/৫ টি প্রতিষ্ঠিত জাতের সাথে তুলনামুলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভবিষ্যতে জাত ছাড়করণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে ।

(ii) বিনা দেশী পাট - (সি-২৭৮) জাতটি ছাড়করণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ বিনা দেশী পাট (সি -২৭৮) জাতটি ছাড়করণের আবেদনপত্রে উল্লেখিত গুনাবলী /বৈশিষ্ট্যসমুহ কোয়ালিফাই করে সুপারিশ প্রদানের জন্য কারিগরী কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো । পরবর্তী বোর্ড সভায় জাতটি ছাড়করনের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে ।

(iii) ব্রিডার বীজ প্রত্যয়ন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) মৌল (ব্রিডার) বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে কারীগরি কমিটির সুপারিশকৃত পদ্ধতি অনুমোদন করা হলো ।

(খ) আলু ও আখের মৌল বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে পৃথক সুপারিশ প্রনয়নের জন্য কারিগরী কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো ।

(iv) মানঘোষিত বীজের পোস্ট মার্কেট মান নিয়ন্ত্রন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ মান ঘোষিত বীজের মান পরীবীক্ষনের উদ্দেশ্যে এস,সি,এ পোষ্ট মার্কেট সার্ভে করতে পারবে এবং ফলাফল জাতীয় বীজ বোর্ডকে অবহিত করবে ।

৪। **বীজ আমদানীর জন্য গৃহীত আমদানী পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ ।**

সিদ্ধান্ত ঃ গত ৩ বছরে প্রদত্ত আমদানী পত্রের বিপরীতে ৩ মাস, ৪ মাস, ৫মাস ও ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন আমদানীর সংখ্যা এবং কতগুলি এস,আর,ও ৩ মাসের মধ্যে ইস্যু করা হয়েছে তা প্রতিবেদন আকারে এ সভা অনুষ্ঠানের ১৫ দিনের মধ্যে বীজ উইংকে জানানোর জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংকে অনুরোধ করা হলো ।

৫। **গবেষনা খামারে বীজ উৎপাদন ও উৎপাদিত বীজ বিক্রয় ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ গবেষনা প্রতিষ্ঠান সমুহে মৌল বীজ (ব্রীডার সীড) উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরন করতে হবে ।

(ক) চাহিদা মোতাবেক মৌল বীজ উৎপাদন কর্মসুচী গ্রহণ করতে হবে ।

(খ) চাহিদার অতিরিক্ত মৌলবীজ উৎপাদিত হলে,তা পরবর্তী বছরসমুহে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে ।

(গ) সংরক্ষণ করা সম্ভব না হলে অতিরিক্ত মৌলবীজ কেবল যোগ্য রেজিস্টার্ড সীড ডিলারদের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে । সে ক্ষেত্রে এ মৌলবীজ থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বীজ উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষনা প্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্টার্ড ডিলারগনকে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে ।

(ঘ)অতিরিক্ত মৌলবীজের মান যদি কোনো কারণে মৌলবীজের জন্য নির্ধারিত মানের পর্যায়ে না থাকে,তাহলে সে বীজ মান ঘোষিত বীজ হিসেবে বিক্রয় করা যেতে পারে ।

৬ । **বিবিধ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বর্তমানে নোটিফাইড ক্রপ্স সমুহকে ডিনোটিফাইড ক্রপে পরিনত করার পক্ষে যুক্তি প্রদান পূর্বক এ বিষয়ে একটি পুনাংগ প্রস্তাব প্রনয়ন এবং তা জাতীয় বীজ বোর্ড এ উত্থাপনের উদ্দেশ্যে বীজ উইং এ প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ সীড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনকে অনুরোধ জানানো হলো ।

(খ) বীজ আলু আমদানীর উপর আরোপিত ২.৫% শুল্ক প্রত্যাহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে একটি প্রস্তাব প্রনয়ন ও তা জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উত্থাপনের উদ্দেশ্যে বীজ উইং এ প্রেরনের জন্য সীড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনকে অনুরোধ জানানো হলো ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভা

গত ইং৩/০৪/৯৭ তারিখ বেলা ১০ টায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ডঃ এ,এম,এম, শওকত আলী ,সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় ।

১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬তম সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোচনা ও কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬ তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয় । কার্যবিবরনীটির উপর কোন মতামত বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি । এ প্রসংগে আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো ।

(খ) এখন হতে বীজ বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে কার্যবিবরণীর কোন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন মন্তব্য /মতামত থাকলে তা মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং কে অবহিত করবেন । পরবর্তীতে প্রেরিত কোন মন্তব্য/মতামত গ্রহণ যোগ্য হবেনা ।

২। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

(i) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভার ,সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিএডিসি থেকে প্রাপ্ত বীজের আপদকালীন মওজুদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পিসিপির ওপর বীজ উইং ও পরিকল্পনা উইং এর মতামতের ভিত্তিতে বিএডিসি একটি সংশোধিত পিসিপি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং-এ প্রেরণ করে । সভায় বিএডিসির চেয়ারম্যান জানান যে, পিসিপিটির ওপর অনুকুল মতামতসহ পরিকল্পনা উইং ইং ১৯/২/৯৭তারিখে তা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেছে ।

(ii) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত 'বাউ ধান-২' নামক ধানের জাতটি বিগত বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয় । ইং ১৪/১১/৯৬ তারিখে জাতটির ছাড়করণ বিষয়ক গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ।

(iii) ব্রিডার সীড প্রত্যয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্তটি কার্যবিবরণী জারীর সাথে সাথে কার্যকর হয়েছে । তাছাড়া এ বিষয়ে এস,সি,এ এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে একটি পরিপত্র জারী করা হয়েছে ।

(iv) মানঘোষিত বীজের পোষ্ট মার্কেট মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তটি কার্যবিবরণী জারির সাথে সাথে কার্যকর হয়েছে । বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানানোর জন্য এস,সি,এ,কে অনুরোধ জানালে তারা জানান যে,এ বিষয়ে তারা যথারীতি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন ।

(v)বীজ আমদানীর জন্য ইস্যুকৃত আমদানীপএের মেয়াদবৃদ্ধিকরণ বিষয়ক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ৩ বছরে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং কর্তৃক ইস্যুকৃত আমদানীপত্রের আলোকে ৩ মাস, ৪ মাস,৫ মাস ও ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন আমদানীর সংখ্যা এবং ৩ মাসের পর ইস্যুকৃত এসআরও র সংখ্যাসম্বলিত প্রতিবেদন উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং হতে সংগ্রহ করা হয়েছে । প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিষয়টি আলোচনার জন্য এ সভায় পূনঃ উপস্থাপন করা হচ্ছে ।

(vi) বিগত সভায় আলোচ্য বিষয় -৬ বিবিধ এর অধীনে বর্তমানে নোটিফাইড ক্রপসমুহকে ডিনোটিফাইউ ক্রপে পরিণত করা এবং বীজ আলু আমদানীর ওপর ২.৫% হারে প্রযোজ্য শুল্ক মওকুফের পক্ষে যুক্তি প্রুদর্শনপূর্বক দুটি পুর্নাংগ প্রস্তাব সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক বীজ উইং এ দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । কার্যবিবরণী ছাড়াও এ বিষয়ে তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে তিনটি

তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয় । কিন্তু তাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি । তবে সীড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এর সভাপতিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে মহাপরিচালক(বীজ) এর সভাপতিত্বে ইং ২৬/২/৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি সভায় নোটিফাইড ক্রপসমুহকে ডিনোটিফাইড ক্রপে পরিণত করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে বর্তমানের নোটিফাইড ফসলসমুহকে ডিনোটিফাইড ফসলে পরিনত করা সমীচীন হবেনা বলে সভায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় । সে সংগে মতামত রাখা হয় যে,ভবিষ্যতে বীজ শিল্প প্রসারের পরও বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে । সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব না পাওয়ায় বীজ আলু আমদানীর ওপর আরোপিত ২.৫%শুল্ক প্রত্যাহারের বিষয়ে কোন প্রস্তাব এ সভায় উত্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬ তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভা অবহিত হলো ।

৩। **কারিগরী কমিটির ৩০তম সভার সুপারিশ সমুহ বিবেচনা ঃ**

(i) ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি অনুমোদন

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) হাইব্রিড জাত ছাড়করণ সংক্রান্ত খসড়া পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য ও সুপারিশসহ এক প্রস্থ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিষয়টি জাতীয় কারিগরী কমিটিতে (এনটিসি) প্রেরণ করা হবে ।

(খ) বেসরকারী বীজ ডিলার কর্তৃক আমদানীকৃত হাইব্রিড জাত সমূহের ট্রায়াল কার্যক্রম চালু থাকবে ।

(ii) বীজমান পূনঃ নির্ধারণ প্রতিবেদন বিবেচনা ।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং পর্যালোচনা করে তাদের মতামতসহ পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করবে।

(iii) বিনা দেশী পাট -২(সি-২৭৮) জাতটি ছাড়করণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা দেশী পাট -২সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড় করা হলো ।

(iv) প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ পদ্ধতি

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি "প্রকৃত আলু বীজের আমদানী পদ্ধতি" হিসাবে অনুমোদন করা হলো । তবে জাত পরীক্ষার ফি টাকা ১০,০০০/০০ এর স্থলে টাকা ৫৫০০/০০ নির্ধারণ করা হলো ।

(খ) বীজের কারনে আবাদ ক্ষতিগ্রস্থ হলে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষককে ক্ষতিপুরণ প্রদানের জন্য গাইডলাইন তৈরীর কোন প্রয়োজন নেই । এ বিষয়টি প্রচলিত বীজ আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে ।

৪। **বীজের আমদানী পত্রের মেয়াদবৃদ্ধিকরণ** ।

সিদ্ধান্ত ঃপ্রস্তাবিত সংশোধিত প্লান্ট কোয়ারেনটাইন রুলস অনুযায়ী আমদানী পত্রের মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে । তবে সংশোধিত রুলস অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান মেয়াদই চালু থাকবে ।

৫। **বিবিধ ঃ**

(i) সরকারীভাবে উৎপাদিত মৌল ও ভিত্তি বীজ বেসরকারী বীজ ডিলারদের নিকট সরবরাহের নীতিমালা

(ক) বীজ ডিলার হিসেবে জাতীয় বীজবোর্ডে নিবন্ধনকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই কেবল সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে মৌল ও ভিত্তি বীজক্রয় করতে পারবেন ।

(খ) ইচ্ছুক ডিলারগণকে ভিত্তি বা মৌল বীজ ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষট প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ে লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হবে । আবেদনপত্রের সংগে তাদের কারিগরী জনবলের বর্ণনা ও উৎপাদন পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে । সংগত কারণ থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ভিত্তি বা মৌল বীজ সরবরাহে তাদের অপারগতা প্রকাশ করতে পারবে ।

(গ) সীড প্রমোশন কমিটি মৌল ও ভিত্তি বীজের মূল্য নির্ধারনের জন্য একটি আউট লাইন প্রনয়ন করবে,যার ভিত্তিতে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান /ইনস্টিটিউট তাদের বীজের মূল্য নির্ধারণ করে তা সীড প্রমোশন কমিটিকে অবহিত করবে ।

(ঘ) আবেদনকারী বীজ ডিলার যাতে তার জন্য উৎপাদিত মৌল ও ভিত্তি বীজ যথাসময়ে উত্তোলন করেন তার নিশ্চিয়তা বিধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে উক্ত বীজ ডিলারের নিকট থেকে বীজের মোট মূল্যের অনধিক১০% হারে জামানত বাবদ অর্থ (যা পরবর্তীতে সমন্বয়যোগ্য) গ্রহণ করতে পারবে। যথাসময়ে বীজ উত্তোলনে ব্যর্থ হলে জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে ।

(ঙ) কেবল প্রাকৃতিক কারণে যথাসময়ে নির্ধারিত পরিমাণে বীজ সরবরাহে ব্যর্থতার জন্য বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা যাবেনা ।

(চ) মৌল/ভিত্তি বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী /কারিগরী কর্মকর্তাগণ তাদের সরবরাহকৃত মৌল/ভিত্তি বীজ দ্বারা আবাদকৃত প্লট প্রয়োজনবোধে পরিদর্শন করতে পারবেন ।

(ii) **বিএডিসিকে বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধিকরণ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বিএডিসি তাদের মাঠ পর্যায়ের ডিলারগণকে জাতীয় বীজ বোর্ডে বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

(খ) বিএডিসিকে বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন পত্র গ্রহণ করতে হবে কিনা সে বিষয়ে বিএডিসির চার্টার ও সংশোধিত বীজ আইন এবং প্রয়োজনে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণপূর্বক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

(iii) **মান ঘোষিত বীজ বিক্রয় ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) সভায় উত্থাপিত পরিপত্রটি আপাততঃ জারীর প্রয়োজন নেই ।

(খ) বিগত ৫ বছর গবেষনা ইনস্টিটিউট সমুহে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের জাত ওয়ারী ব্রিডার বীজ উৎপাদন ও তার ব্যবহার এবং কি পরিমাণ বীজ ব্রিডার বীজ মানসম্পন্ন হয়নি,সে সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তত করতে হবে । প্রতিবেদনের সাথে গবেষনা ইনস্টিটিউট সমূহের পক্ষে আলোচনায় উত্থাপিত বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য সম্বলিত সুপারিশ থাকতে হবে । প্রাপ্ত তথ্যাদি ও সুপারিশ সমুহ আলোচনা করে পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ।

(iv) **তুলাকে নিয়ন্ত্রিত ফসলের আওতাভুক্ত করা ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ নির্বাহী পরিচালক, তূলা উন্নয়ন বোর্ড তুলাকে নিয়ন্ত্রিত ফসলের আওতাভুক্ত করার পক্ষে তথ্য সম্বলিত ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক একটি প্রস্তাব বীজ উইং এ দাখিল করবেন ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮ তম সভা

ইং ১৬/৭/৯৭ তারিখ বেলা ১১ টায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ডঃ এ,এম,এম,শওকত আলী ,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮ তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ।

১। **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোচনা ও কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ ঃ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭ তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয় । উক্ত কার্যবিবরণীর উপর কোন মতামত বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো ।

২। **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ**

(i) ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি অনুমোদন বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারিগরী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ্ধতিটি জাতীয় কারিগরী সমন্বয় কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছিল । বিগত ইং ২৩/৬/৯৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিষয়ের উপর বীজ খাতের বেসরকারী এবং সরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় । এদিকে এ বিষয়ে কারিগরী কমিটির বিশেষ জরুরী সভার কার্যবিবরণী (রিভিও কমিটির প্রতিবেদনসহ) সভায় বিতরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এ সভায় তা আলোচনা করা হয়েছে ।

(ii) ফসলের বীজমান ও মাঠ মান পূনঃ নির্ধারণ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারিগরী কমিটির সুপারিশ/প্রতিবেদনটি বীজ উইং এ পর্যালোচনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহের জন্য কমিটির আহবায়ক (ফসলের বীজমান ও মাঠমান পূনঃ নির্ধারণ কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছিল । চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি বিগত ১৫/৭/৯৭ তারিখে পাওয়া গেছে । পরবর্তী সভায় তা উত্থাপন করা হবে ।

(iii) বিনা দেশী পাট-২ জাতটি বিগত সভায় অনুমোদিত হয়েছিল । এটির গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য সরকারী মূদ্রনালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

(iv) প্রকৃত আলু বীজ জাত ছাড়করণ পদ্ধতিটি বোর্ডের বিগত সভায় অনুমোদিত হয়েছে । সিদ্ধান্তটি সভার কার্যবিবরণী জারীর সাথে সাথেই বাস্তবায়িত হয়েছে বলে গন্য করা যায় । কার্য সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য মুদ্রিত আকারে তা বিতরণ করতে হবে । এ,আই,এস কে অনুলিপি দিতে হবে এবং প্রচারের জন্য অনুরোধ জানানো হবে ।

(v) বীজের আমদানী পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সংশোধিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান মেয়াদই বহাল থাকবে । সিদ্ধান্তটি সভায় কার্যবিবরণী জারীর সাথে সাথেই বাস্তবায়িত হয়েছে বলে গন্য করা যায় ।

(vi) সরকারী ভাবে উৎপাদিত মৌল ও ভিত্তি বীজ বেসরকারী বীজ ডিলারদের নিকট সরবরাহের নীতিমালা বোর্ডের বিগত সভায় চুড়ান্ত করা হয়েছে । এ সিদ্ধান্তটি ও সভার কার্যবিবরণী জারীর সাথে সাথেই বাস্তবায়িত হয়েছে । তবে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারী করা হয়েছে । সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এ,আই,এস কে প্রচারের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে ।

(vii)বিএডিসিকে বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধীকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে বিএডিসি তাদের বীজ নিবন্ধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিএডিসিকে বীজ ডিলার হিসেবে /নিবন্ধিত হতে হবে কিনা এ বিষয়ে বিএডিসি অর্ডিন্যান্স /চার্টার পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে । এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিএডিসিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল যা সভার দিন পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে পরবর্তী বোর্ড সভায় আলোচনা করা যেতে পারে । তবে তদপূর্বে প্রস্তাবিত বীজ বিধিমালা ৯৭ অনুমোদিত হলে ,তার বিধান মোতাবেক বিএডিসি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধিত হবে ।

(viii) সরকারী গবেষনাগার সমুহে মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ও তা কৃষকদের নিকট বিক্রয়ের বিষয়ে বোর্ডের বিগত সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে,বিগত ৫ বছরে সরকারী গবেষনাগার সমুহে বিভিন্ন ফসলের জাতওয়ারী ব্রিডার বীজের উৎপাদন ও তার ব্যবহার এবং কি পরিমাণ বীজ ব্রিডার বীজের মান সম্পন্ন হয়নি সে সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তত করতে হবে । প্রতিবেদনে মানঘোষিত বীজ উৎপাদনের পক্ষে তথ্যসম্বলিত সুপারিশ থাকতে হবে । কার্যবিবরণী জারী ছাড়াও এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরনের জন্য দুই বার তাগিদ দেয়া হয়েছে ।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট ব্যতিত অন্য সকল ইনস্টিটিউট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে । বিষয়টি পরবর্তী সভায় উথাপন করা হবে ।

(ix)তূলাকে নিয়ন্ত্রিত ফসলের আওতাভুক্ত করনের বিষয়ে বোর্ডের বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তূলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব বীজ উইং এ পেশ করা হয় যা কারিগরী কমিটির সুপারিশের জন্য প্রেরণ করা হয় । কারিগরী কমিটি এ সম্পর্কিত সুপারিশ পেশ করেছে যা এ সভায় উথাপন করা হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভা অবহিত হলো ।

৩। **কারিগরী কমিটির ৩১তম ও বিশেষ সভার সুপারিশ সমুহ বিবেচনা ঃ**

(i)প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ

সিদ্ধান্ত ঃ প্রকৃত আলু বীজের দুটি লাইন যথা এইচ.পি, এস-২ /৬৭ও এইচ.পি,এস-৭/৬৭ কে বারি টিপি এস-১ ও বারি টিপিএস-২ নামে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড়করা হলো ।

(ii) বি,আর আর,আই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৩৩ (বিজি৮৫০-২) নামক ধানের জাত ছাড়করণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বি আর আর আই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি-ধান-৩৩ সারাদেশে আমন মৌসুমে আগাম জাত হিসাবে আবাদের জন্য ছা ড় করা হলো ।

(খ) ধানের আগাম প্রকৃত ও নাবী জাতকে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য কারিগরী কমিটিকে অনুরোধ করা হলো ।

(iii) বিআর আর আই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি-ধান -৩৪ (একসেশন নং ৪৩৪১ খাসকানি) নামক ধানের জাত ছাড়করণ

সিদ্ধান্ত ঃ বি আর আর আই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি-ধান-৩৪ (খাসকানি) সারাদেশে আমন মৌসুমে সুগন্ধি জাত হিসাবে আবাদের জন্য ছাড় করা হলো ।

৪। **তুলাকে নিয়ন্ত্রিত ফসলের আওতাভুক্ত করণ ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ তুলাকে আপাততঃ নিয়ন্ত্রিত ফসলের অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজন নেই ।

৫। **ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড় করণ পদ্ধতি অনুমোদন ঃ**

সিদ্ধান্ত ঃ বিবেচ্য পদ্ধতিটি পর্যালোচনার দায়িত্ব পালনকারী রিভিও কমিটিতে নিম্নোক্ত বেসরকারী প্রতিনিধিগণকে অনুভূক্ত করা হলো ।

১। জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ।

২। জনাব বি,আই,সিদ্দিক

৩। জনাব শাহজাদা হামিদ

পুর্নগঠিত রিভিও কমিটি বিবেচ্য পদ্ধতিটি পুণঃ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি পরিমার্জিত পদ্ধতি কারিগরী কমিটির নিকট সুপারিশ করবেন

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯ তম সভা

জনাব আবদুল হালিম ,অতিরিক্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ০৫/০২/৯৮ তারিখ বেলা ২.৩০ মিঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ।

১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮ তম সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোচনা ও কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮ তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয় । তাতে কেউ কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো ।

২। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮ তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

(i) ফসলের বীজমান ও মাঠ মান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারিগরী কমিটির সুপারিশ/প্রতিবেদনটি বীজ উইং এ পর্যালোচনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহের জন্য কমিটির আহবায়ক (ফসলের বীজমান ও মাঠমান পুনঃনির্ধারণ কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। বিগত সভার একদিন আগে চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি পাওয়া যায় ,ফলে সে সভায় এটি উপস্থাপন করা যায়নি । এ সভার আলোচনাপত্রে তা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

(ii) প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ পদ্ধতিটি বোর্ডের ৩৭ তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে । ৩৮ তম সভার নির্দেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য পদ্ধতিটি মুদ্রন ও প্রচারের জন্য এ,আই,এসকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।এ বিষয়ে এ আই,এস,কে তাগিদ দেয়ার জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশ দেন ।

(iii) সরকারী ভাবে উৎপাদিত মৌল ও ভিত্তি বীজ বেসরকারী বীজ ডিলারদের নিকট সরবরাহের নীতিমালা বোর্ডের বিগত ৩৭ তম সভায় চুড়ান্ত করা হয়েছে । ৩৮ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এটি মুদ্রণ ও প্রচারের জন্য এ,আই,এস,কে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।এ বিষয়ে এ,আই,এস,কে তাগিদ প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশ দেন ।

(iv) সরকারী গবেষনাগার সমুহে মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ও তা কৃষকদের নিকট বিক্রয়ের বিষয়ে বোর্ডের ৩৭তম সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে বিগত ৫ বছরে সরকারী গবেষনাগার সমুহে বিভিন্ন ফসলের জাতওয়ারী ব্রিডার বীজের উৎপাদন ও তার ব্যবহার এবং কিপরিমাণ বীজ ব্রিডার বীজের মান সম্পন্ন হয়নি সে সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তত করতে হবে এবং প্রতিবেদনে মানঘোষিত বীজ উৎপাদনের পক্ষে তথ্য সম্বলিত সুপারিশ থাকতে হবে । এ পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে । প্রাপ্ত প্রতিবেদন গুলোর উপর বীজ উইং এর মতামতসহ সীড প্রমোশন কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং কমিটির মতামত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে । প্রমোশন কমিটির বিগত সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়েছে । সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে যা এ সভায় আলোচ্যসুচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

(v) বিএআরআই কর্তৃক প্রবর্তিত প্রকৃত আলু বীজের দুইটি জাত বারি টিপিএস-১ ও বারি টিপিএস-২এবং বিআরআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান -৩৪ অনুমোদিত হয়েছিল । জাতগুলো ছাড়করনের বিষয়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য সরকারী মূদ্রনালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে । স্মারক নং- ১৩০ তারিখ ইং ০৯/০৯/৯৭ মাধ্যমে) এ সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত না হয়ে থাকলে সরকারী মুদ্রনালয়কে তাগিদ দিতে হবে ।

(vi) তুলাকে নিয়ন্ত্রিত ফসলের আওতাভুক্ত করণ বিষয়ে বিগত সিদ্ধান্ত কার্যবিবরণী জারীর সাথে সাথে কার্যকর হয়েছে বলে বিবেচনা করা যায় ।

(vii) ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করনের পদ্ধতি অনুমোদনের বিষয়টি বোর্ডের বিগত কয়েকটি সভায় আলোচিত হয়েছে । কিন্তু নানা কারনে এ ব্যাপারে চুড়ান্ত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি ।

কারিগরী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এ সংক্রান্ত খসড়াটি রিভিউ করার নিমিত্তে গঠিত কমিটিতে ৩ জন বেসরকারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করতঃ উক্ত পদ্ধতিটি পুনঃ রিভিউ করার জন্য বিগত সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিলো । কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে যা অনুমোদনের জন্য এ সভার আলোচ্যসুচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় অবহিত করা হলো ।

৩। **কারিগরী কমিটির ৩২ তম সভার সুপারিশসমুহ বিবেচনা ঃ**

(i) পাট ও গমের জাতের ডি,ইউ, এস,টেষ্টপদ্ধতি ।

আলোচনাঃ বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ তারিখে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উদ্যোগে পাটের জাতের ডিইউএস(Distinctness,Uniformity and stability)টেষ্ট পদ্ধতির উপর একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় । সংশ্লিষ্ট ব্রিডার /বিজ্ঞানী ও বীজ প্রযুক্তিবিদগনের এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে উক্ত ওয়ার্কশপে জাতের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির খসড়া প্রনীত হয় । অনুরুপ ভাবে বিগত ৭ই অক্টোবর ১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি ওয়ার্কশপের ফলশ্রুতিতে গমের জাতের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির খসড়া প্রনীত হয় ।

উপরিউক্ত উভয় পদ্ধতি কারিগরী কমিটির বিগত সভায় পর্যালোচনা ও সুপারিশের জন্য উথাপন করা হয় । পদ্ধতি দুটির উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে কারিগরী কমিটি কর্তৃক সেগুলি গৃহীত হয় কমিটি পদ্ধতি দুটি চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করে ।

দেশের ফসলের জাত ছাড়করনের সাথে ডিইউএস টেষ্ট সম্পৃক্ত করা হলে জাত বাছাই ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তা অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক হবে । প্রকৃতপক্ষে ব্রিডার নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিটি জাতের ডিইউএস টেষ্ট করে থাকেন । তবে বিবেচ্য পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হলে জাত পরীক্ষণ ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নির্ধারিত হবে এবং বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকরুপ লাভ করবে ।

উভয় পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারন করা হয়েছে ।

1. List of characters to describe varieties for DUS testing.
2. Procedures to conduct DUS tests for Wheat and Jute .

কারিগরী কমিটি সভাপতি ও বিএআরসির নির্বাহী সভাপতি সভায় বলেন যে,উপরিউক্ত পদ্ধতি দুইটি কমিটির সভায় ব্যাপক ভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে । সভায় আরো অভিমত পাওয়া যায় যে বর্তমান অবস্থায় ফসলের পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ডিইউএস এবং ভিসিইউ'র পরীক্ষা প্রবর্তনের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায়না । এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্রিডার কোনো জাতের এডভান্স লাইন ট্রায়াল

পর্যায়ে যাবার আগেই বীজের নমুনা ডিইউএস পরীক্ষার জন্য প্রার্থী জাতটির বৈশিষ্ট্যসমুহ যা জাতটিকে বর্তমানে প্রচলিত জাতসমুহ থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে সে সম্পর্কে তথ্যাদি এস,সি,এ,কে সরবরাহ করবেন ।

যাতে করে জাতটির মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন (ভিসিইউ) ও ডিইউএস পরীক্ষা একই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় । জনাব টি,দাস প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,ব্রি,মন্তব্য করেন যে,ডিইউএস পরীক্ষা প্লান্ট ভ্যারাইটি প্রোটেকশনের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে এবং ভিসিইউ (যা উনার ভাষায় ভ্যালু ফর কালটিভার ইউজ) কোন জাত ব্যবহারের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্রিডারের প্রাপ্য রয়ালিটি নির্ধারনের জন্য ব্যবহৃত হয় । অবশ্য সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে,ভিসিইউ টেষ্টের উদ্দেশ্য হল নতুন জাতটির দেশের মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগিতা এবং কৃষকদের নিকট গ্রহনীয়তা যাচাই করা । বিস্তারিত আলোচনা শেষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) কারিগরী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পাট ও গমের ডি,ইউ,এস পরীক্ষার পদ্ধতি দুইটি অনুমোদন করা হলো ।

(খ) পাট ও গমের কোন এডভান্স লাইন ট্রায়ালে যাবার আগে লাইনটির বীজের নমুনা এবং ব্রীডার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বৈশিষ্ট্য সমুহের তালিকা লাইনটির ডি,ইউ,এস পরীক্ষার নিমিত্তে এস,সি,এ, এর নিকট সরবরাহ করতে হবে ।

(ii) বাংলাদেশ ধানগবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি-ধান-৩৫ (বি,আর-১৬৭৪-১৫-৪-১-৩-১) ছাড়করণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ বি,আর,আর,আই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি-ধান-৩৫ জাতটি বোরো মৌসুমে চাষের জন্য ছাড় করা হলো ।

(iii) বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি-ধান-৩৬ (আই আর-৫৪৭৯১-১৯-২-৩) ছাড় করণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ বি আর আর আই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি-ধান -৩৬ সারাদেশে বোরো মৌসুমে আবাদের লক্ষ্যে ছাড়করনের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

(iv) বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা ধান-৪ জাতটি ছাড়করণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা ধান-৪ জাতটি আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করা হলো ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার মুলতবী সভার কার্যবিবরণী ঃ

ডঃ এ,এম,এম,শওকত আলী,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ১৮/০৩/৯৮তারিখ বেলা ১ টায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯ তম সভার মুলতবী সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ।

আলোচ্য বিষয় - ১ ঃ **ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি অনুমোদন ।**

ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণের জন্য একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ্ধতির ওপর জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম ও ৩৮ তম সভায় আলোচিত হয় । বেসরকারী খাতের নিকট সর্বোতোভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় খসড়া পদ্ধতিটি এ পর্যন্ত চুড়ান্ত করা যায়নি । বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনও এ সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রণয়ন করে বীজ উইং -এ দাখিল করে। বেসরকারী খাতের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রণীত খসড়া এবং ইতিপূর্বে কারিগরি কমিটি সুপারিশকৃত খসড়ার সমন্বয়ে এ সংক্রান্ত রিভিউ কমিটির সভায় আরেকটি পরিমার্জিত পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয় । কারিগরি কমিটি পদ্ধতিটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে । বিবেচ্য পদ্ধতিটির ওপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় । আলোচনান্তে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) খসড়া পদ্ধতিটির বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত "জাতীয় বীজ নীতি " শব্দগুলি বাদ দিতে হবে ;

খ) খসড়া পদ্ধতিটির অনুচ্ছেদ ৪ (ক) এ "এসসিএ'কে লিখিত তালিকা পেশ করতঃ" শব্দগুলির স্থলে "বীজ উইং' কে লিখিতভাবে অবহিত করে " শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে ;

গ) খসড়া পদ্ধতিটির অনুচ্ছেদ ১৯ ও ২০ বাদ দিতে হবে ।

ঘ) উপরিউক্ত সংশোধনগুলো সাপেক্ষে বিবেচ্য খসড়া পদ্ধতিটি ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি হিসেবে অনুমোদন করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় - ২ ঃ **মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র এবং জাতছাড়করণ আবেদন পত্র অনুমোদন ।**

বিগত ইং ১৫/০১/৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩০তম সভায় নোটিফাইড ফসলের প্রতিটির জন্য মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র ও জাতছাড়করণের আবেদন পত্র তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়েছিল । সে মোতাবেক কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত ধান,গম,পাট, আলু ও আখের মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণের আবেদনপত্র ফরম প্রস্তুত করে । কারিগরি কমিটির উল্লেখিত ছকপত্র ও ফরমগুলো অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে । বিষয়টির উপর আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) কারিগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নোটিফাইড ফসলের মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র অনুমোদন করা হলো এবং

(খ) বিধিমালা -১৯৯৮ ' এ প্রদত্ত জাত ছাড়করণের আবেদন পত্র ছক অনুসরণ করতে হবে ।

আলোচ্য বিষয় - ৩ ঃ **ছাড়কৃত ধানের জাত সমূহের রিকমেন্ডেড লিস্ট ।**

কারিগরি কমিটির ২৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রণীত ,দেশে এ পর্যন্ত অনুমোদিত ধানের জাত সমুহের একটি রিকমেন্ডেড লিস্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিটির বিগত সভায় আলোচিত ও অনুমোদিত হয় । কমিটি উক্ত লিস্ট খানা অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে । আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ধানের ছাড়কৃত জাতসসমূহের রিকমেন্ডেড লিস্ট অনুমোদন করা হলো,তবে প্রতিবেদনে "জাতসমুহের বৈশিষ্ট্য " উল্লেখপূর্বক একটি পৃথক কলাম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ।

আলোচ্য বিষয় - ৪ ঃ **ফসলের মাঠমান ও বীজমান পুনর্নির্ধারন ।**

ফসলের মাঠমান ও বীজমান পুনঃনির্ধারনের নিমিত্তে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন বিগত ৩৭তম সভায় আলোচিত হয়েছিল এবং প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে বীজ উইং এর মতামতসহ তা পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয় ।এ সংক্রান্ত বর্তমান প্রচলিত মান ও কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত মান পর্যালোচনা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশে সংশ্লিষ্ট মাঠমান ও বীজমান পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে । এর ফলশ্রুতিতে ধান,গম ও পাটের ক্ষেত্রে বীজ উইং এর বিবেচনায় উপযুক্ত প্রতীয়মান মাঠমান ও বীজমান উক্ত প্রতিবেদনের সর্ব ডানে প্রদান করা হয়েছে । আলু ও আখের ব্যাপারে কমিটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত মাঠমান ও বীজমান এর সাথে বীজ উইং একমত পোষন করে । বিবেচ্য প্রতিবেদনটি সভায় উথাপিত হলো আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ফসলের মাঠমান ও বীজমান পুনঃনির্ধারন সংক্রান্ত প্রতিবেদটি পুনঃ পরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী বোর্ড সভায় উথাপনের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো ।

আলোচ্য বিষয় - ৫ ঃ **বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদনের আবেদন পত্রে জাত সম্পর্কে তথ্য প্রদান প্রসংগে বিএডিসি'র প্রস্তাব ।**

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদনের জন্য নিদিষ্ট ছকে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট আবেদন করতে হয় । উক্ত ছকে জাত সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদান করা হয় । প্রতিটি ফসলের বিভিন্ন জাত কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি বা স্কেল নির্ধারনের জন্য বিএডিসি কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছে । ফসলের জাত সমুহের শ্রেনীকরণ বা চিহ্নিতকরণ বীজ উৎপাদন ও কৃষকগণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ । এ লক্ষে প্রয়োজনীয় যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণও জরুরী । সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে,ফসলের জাত মূল্যায়ণের সময় প্রতিটি জাতের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো যাচাই করা হয়ে থাকে । তবে কৃষকদের বুঝার সুবিধার্থে এ তথ্যাদি প্রচারিত হওয়া আবশ্যক । বিষয়টির উপর আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ প্রতিটি জাতের বৈশিষ্ট্যসমুহ পর্যালোচনা করে কৃষকদের জন্য বোধগম্য ভাষায় ফসলের জাতওয়ারী "সম্প্রসারণ বার্তা " আকারে তথ্যাদি প্রচার করতে হবে । এবং অনুমোদিত কোন জাত প্রচলিত কোন জাতকে প্রতিস্থাপন করতে পারে এবং ফসল প্রক্রিয়াকরণ ও পুষ্টিমান সম্পর্কিত তথ্যাদিও সম্প্রসারণ বার্তায় অর্ন্তভূক্ত থাকবে । কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ উপরিউক্ত বিষয়ে প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তত করবে এবং কারিগরি কমিটি প্রতিবেদনটি মতামত সহকারে বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে ।

আলোচ্য বিষয় - ৬ ঃ **বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর প্রস্তাব সমুহ বিবেচনা ।**

বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের (বিএসএমএ) সভাপতি সাহেব বিগত ইং ০৮/১১/৯৭ তারিখের পত্র মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের বিবেচনার জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন । সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি তাদের প্রস্তাব সমুহ সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন । বিএসএমত্র'র প্রস্তাব সমুহের উপর আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর সম্ভব সল্প তম সময়ের মধ্যে নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করতে হবে । আনুষ্ঠানিক ভাবে নিবন্ধনপত্র বিতরণ বা প্রশিক্ষ প্রদানের প্রয়োজনের নিবন্ধন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করা যাবে না

খ) বেসরকারী খাতে বীজ উৎপাদনের জন্য ব্যাংক ঋনের প্রাপ্যতার অন্তরায় দূর করার জন্য অথ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে একটি পত্র প্রেরণ করা হবে ।

আলোচ্য বিষয় - ৭ ঃ **পলিসি ভিজিট সুপারিশমালা।**

এগ্রিকালচারাল সাপোর্ট সার্ভিসেস এর আওতায় ১৯৯৬ সালে বিভিন্ন পলিসি ইস্যুর ওপর বিভিন্ন দেশে ৪টি শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয় । সফরে অংশ গ্রহণকারী দলগুলো নিজ নিজ বিষয়ে ৪টি প্রতিবেদন দাখিল করেন । প্রতিবেদন গুলোর ওপর আলোচনার জন্য বীজ উইং এর উদ্যোগে এএসএসপি'র সহযোগিতায় ৪টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিতহয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জন শেষে প্রতিবেদনগুলি চুড়ান্ত করা হয় । উপরিউক্ত প্রতিবেদনগুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালার ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ঐ গুলি জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন । সুপারিশগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত ৩টি সুপারিশ আলোচনা শেষে গৃহীত হয় ঃ

(১) ফসলের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির লক্ষে ' হাইব্রিড জাত ' প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

(২) সীড এক্‌চেঞ্জ প্রোগ্রামের (এএসএসপি) আওতায় কৃষক পর্যায়ে বীজের মান উন্নয়নের লক্ষে কৃষক ও এনজিওদের সম্পৃক্ত করে এ কর্মসুচী কমপক্ষে আগামী ১০ বৎসর কর্মসুচী বাস্তবায়ন করতে হবে;

(৩) বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ চাষীগণ ব্যতীত অন্য চাষীগণের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের লক্ষে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে ও উপকরণ সরবরাহ নিতি করতে হবে ।

আলোচ্য বিষয় - ৮ ঃ **সরকারী গবেষণাগার সমুহে ব্রীডার বীজ উৎপাদনের অবস্থা এবং মানঘোষিত বীজ উৎপাদনের সম্ভাবনা**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভায় সরকারী গবেষণা ও ইনস্টিটিউট সমহে মানঘোষিত বীজ উৎপাদনের বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

" বিগত ৫ বছরে গবেষণা ইনস্টিটিউট সমুহে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের জাতওয়ারি ব্রিডার বীজ উৎপাদন ও তার ব্যবহার এবং কি পরিমাণ বীজ ব্রিডার বীজের মানসম্পন্ন হয়নি সে সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তত করতে হবে । প্রতিবেদনের সাথে গবেষণা ইনস্টিটিউট সমূহের পক্ষে আলোচনায় উত্থাপিত বক্তব্যের সমর্থনে সম্বলিত সুপারিশ থাকতে হবে । প্রাপ্ত তথ্যাদি ও সুপারিশ সমুহ আলোচনা করে পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে " ।সিদ্ধান্তটির পরিপ্রেক্ষিতে বীজ উইং ,কৃষি মন্ত্রণালয়,গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমূহের ওপর আলোচনা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য সীড প্রমোশন কমিটিকে অনুরোধ করা হয় । সীড প্রমোশন কমিটির বিগত সভায় এটি আলোচিত হয় এবং 'কতিপয়'সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সীড প্রমোশন কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ বিস্তারিত ভাবে সভায় আলোচিত হয় । আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমুহে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ ব্রিডার বীজ উৎপাদন করবে । এ ব্যাপারে ব্রিডার প্রতিষ্ঠান সমূহ ডিএই ও বিএডিসি যৌথভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ব্রিডার বীজের চাহিদা নিরুপন করবে । তবে প্রয়োজনে এ বিষয়ে সীড প্রমোশন কমিটির সভায় তা আলোচনা ও চুড়ান্ত করা যেতে পারে ।

খ) ক্ষেএ বিশেষে অতিরিক্ত পরিমান ব্রিডার বীজ উৎপাদিত হলে তা পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে । তবে পাটের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্রিডার বীজ মানঘোষিত বীজ হিসাবে বিক্রয় করা যাবে ।

গ) কেবল পরিবর্ধনের নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক ব্রিডার বীজ বেসরকারী বীজ ডিলারগণের নিকট বিক্রি করা যাবে কৃষক পর্যায়ে ব্রিডার বীজ বিক্রয় করা যাবে না ।

ঘ) ব্রিডার বীজের উৎপাদন খরচ যথাযথভাবে নিরুপন পূর্বক এর বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হবে । ফসলওয়ারী ব্রিডার বীজের উৎপাদন খরচ সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ আগামী দুই মাসের মধ্যে বীজ উইং এ দাখিল করবে ।

আলোচ্য বিষয় - ৯ ঃ **বিবিধ ঃ**

ক) **ফসলের পুরাতন জাতসমুহকে (৫বছরের অধিক) প্রতিস্থাপন কর্মসুচী । বৎসরওয়ারী বিভিন্ন ফসলের ছারকৃত জাত সমূহ ও তাদের বর্তমান অবস্থান**

এ বিষয়ে আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নরুপ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ (১) দেশে বর্তমান জনপ্রিয় জাতসমূহের অবস্থান যথাঃ চাষাধীন জমির পরিমাণ ,একরপ্রতি ফলন ও অন্যান্য সুবিধাদি এবং এ গুলির সম্ভাব্য প্রতিস্থাপন সম্পর্কে সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন ডিএই প্রস্তত করে তা দুই মাসের মধ্যে জাতীয় কারিগরি কমিটির নিকট দাখিল করবে ।

(২) ব্রিডার প্রতিষ্ঠানসমুহ,ডিএই ও বিএডিসির সহযোগিতায় নিয়মিত ভাবে(বাৎসরিক) তাদের উদ্ভাবিত ও ছাড়কৃত জাত সমুহের মাঠ পর্যায়ে অবস্থান যাচাই করবে এবং সে মোতাবেক জাত উদ্ভাবন গবেষণা কর্মসুচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে ।

খ) **সংশোধিত বীজ বিধিমালা প্রণয়নের বর্তমান অবস্থা এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয়ে যে,বীজ বিধিমালা ,১৯৯৮মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে । এটি শীঘ্রই গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হবে ।**

গ) **সীড ডিলার এসোসিয়েশনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যপদ দান ।**

এ বিষয়ে আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ঃ

(১) জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে জনাব এ,বি,এম,সিরাজুল ইসলাম অদ্যবধি কোন সভায় যোগদান না করায় তার স্থানে বিকল্প প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে ।

(২) বাংলাদেশ সীড ডিলারস এসোসিয়েশনের সভাপতিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হলো ।

ঘ) **জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার আয়োজন**

বিআরসি'র আর্থিক সহযোগিতায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উদ্যোগে জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয় । বিষয়টি বোর্ডের সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার আয়োজনের পূর্বে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক বীজ প্রযুক্তি সেমিনার আয়োজন করতে হবে । এসসিএ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এলক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করবে ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০ তম (বিশেষ)সভা

জনাব এ,এম,এম,শওকত আলী,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ৯/৯/৯৮ ইং বেলা ৩.০০ টায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ।

১। **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভা এবং ৩৯তম সভার মুলতবী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার কার্যবিবরণী এবং ৩৯তম সভার মুলতবী সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয় । উক্ত কার্যবিবরণী গুলোর উপর কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করণের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভা এবং ৩৯তম সভার মুলতবী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো ।

২। **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভা ও ৩৯তম সভার মূলতবী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ**

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি চলতি সভার কার্য পত্রে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । উপস্থিত কোন সদস্য এ বিষয়ে কোন আপত্তি বা মন্তব্য করেননি ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভা এবং ৩৯ তম সভার মূলতবী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভা অবহিত হলো ।

৩। **হাইব্রিড ধানের বীজ এর জাত ছাড়করণ/আমদানী ।**

দেশে ১৯৯৫ সাল থেকে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ পরীক্ষামূলক চাষের জন্য আমদানী করা হলেও অফিসিয়েলি ট্রায়েল সম্পন্ন করে কোনো হাইব্রিড ধানের জাত অদ্যাবধি অনুমোদিত হয়নি । দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং চলমান বন্যা উত্তর কৃষি পুর্নবাসন কর্মসুচীতে এ প্রযুক্তির পরিপূরক ভুমিকা বিবেচনা করে সচিব মহোদয় হাইব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ ও আমদানীর লক্ষ্যে বোর্ডের সভায় জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য বীজ উইং কে নির্দেশ দেন ।

কারিগরী কমিটির সভাপতি ও বি,এ,আর,সি,র নির্বাহী সভাপতি,কমিটির বিগত সভায় আলোচিত ৪টি হাইব্রিড ধানের জাতের ট্রায়াল রেজাল্ট সভাকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে,জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক হাইব্রিড ধানের জাত অনুমোদন পদ্ধতি চুড়ান্ত হবার (বিগত ৩৯তম সভার মুলতবী সভায়,তারিখ ১৮.৩.৯৮) আগে থেকেই উক্ত জাত গুলোর ট্রায়াল কার্যক্রম চলছিল । ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদ্ধতির ছক ও ফরমেট অনুযায়ী ট্রায়াল রেজাল্ট পাওয়া যায়নি । কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড চেক ব্যবহার করা হয়নি । তিনি বলেন যে,বিবেচ্য হাইব্রিড জাতগুলোর ফলন প্রচলিত উচ্চফলনশীল জাতগুলোর তুলনায় গড়ে ২০% বা হেক্টর প্রতি ১ টন বেশী ও অধিকাংশ ট্রায়াল লোকেশনে এ গুলোর উচ্চতর ফলন পাওয়া গেছে । এ গুলোর জীবন কাল বিগত বোরো মৌসুমে ১৫০-১৫৬ দিন পাওয়া গেছে এবং ধানের মাজরা পোকায় আক্রমন ক্ষেত্র বিশেষে ২২% পর্যন্ত লক্ষ্য করা

গেছে।উপরিউক্ত অবস্থা বিবেচনায় কারিগরি কমিটি জাতগুলো কেবল আগামী বোরো মৌসুমে বানিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনুমতি দানের জন্য বোর্ডের নিকট সুপারিশ করে ।

বিবেচ্য জাতগুলো যথা ঃ আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩,সিএনএসজিসি-৬ এবং অমরশ্রী-১ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী বীজ কোম্পানীগুলো হচ্ছে যথাক্রমে এসিআই লিঃ,ম্যাকডোনাল্ড প্রাঃ লিঃ,মল্লিকা সীড কোঃ ও গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোরেশন । কোম্পানী গুলো তাদের নিজ নিজ জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী সভায় বর্ণনা করেন এবং জাত গুলো অনুমোদনের জন্য সভাকে অনুরোধ জানান ।

আলোচনাকালে যে সকল বিষয় উত্থাপিত হয় সেগুলো নিম্নরুপ ঃ

- দেশে হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন/ট্রায়াল কার্যক্রম এখনো যথেষ্ট সংগঠিত হয়নি । এটি শক্তিশালী করার পাশাপাশি দেশে হাইব্রিড জাত ব্যবহার জাতীয় ভিত্তিতে মনিটর করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ।
- এগ্রো বিজনেস টেকঃ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইউরিয়া সুপার গ্রেনুলের সাথে হাইব্রিড ধানের সমন্বয়ে প্যাকেজ প্রযুক্তি প্রবর্তনে আগ্রহী এবং তাতে সহায়তা দানে প্রস্তুত ।
- কৃষকদের প্রতারনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ নিরাপত্তামূলক প্যাকেজিং ব্যবহার,
- অনুমোদনের তৃতীয় বৎসর পর থেকে হাইব্রিড জাতগুলো যাতে সংশ্লিষ্ট কোঃ দেশেই উৎপাদন করে তা নিশ্চিত করা ,
- কোন হাইব্রিড জাত ট্রায়াল পর্যায় উত্তীর্ণ হবার পূবেই ডিএই'র মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের যৌক্তিকতা এবং
- হাইব্রিড জাত অনুমোদনের পর এ গুলো কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করণের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএই'র নিকট বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ ।

এ ছাড়া সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত বীজ কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে আগামী আমন মৌসুমে হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল কর্মসুচী এবং সম্ভাবনাময় জাতসমুহের টেকনিক্যাল বুলেটিন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান । বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ এসিআই লিঃ, ম্যাকডোনাল্ড প্রাঃ লিঃ,মল্লিকা সীড কোঃ ও গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানীকৃত এবং ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের জাত আলোক -৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, সিএনএসজিসি-৬ এবং অমরশ্রী-১,আগামী ৩ বৎসর মেয়াদে বাংলাদেশে বিক্রয়ের এবং চাষাবাদের জন্য নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলীর আওতায় সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রদান করা হলো ।

(১) সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রে তাদের চাহিদা মোতাবেক আগামী বোরো মৌসুমে তারা সংশ্লিষ্ট জাতগুলোর যথাক্রমে ৮০০ টন,১০০ টন,৮০০ টন এবং ৫০০ টন বীজ আমদানী ও বিক্রয় করতে পারবে ,

(২) জাতগুলোর জন্য চুড়ান্ত অনুমোদন গ্রহনপূর্বক ৪র্থ বছর থেকে এ গুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে,অন্যথায় জাতগুলো অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবেনা ,

(৩) সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্ত জাতগুলো জনপ্রিয় করনের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএইর নিকট ১০০০ কেজি বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে এবং

(৪) জাত গুলোর বীজ,মূল কোম্পানী এবং বাংলাদেশে বাজারজাতকারী কোম্পানীর যৌথ লেবেলে; বিশেষ নিরাপত্তামূলক মোড়কে বিক্রি করতে হবে ।

৪। **আমদানী তালিকাভূক্ত গমের জাত অনুমোদন ।**

বিগত ইং ২৬.৫.৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির সভায় ১৯৯৭-৯৮ সনে গম বীজের সংগ্রহ এবং চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী গম উৎপাদন মৌসুমের জন্য বীজ আমদানীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় ৫০০০ টন গম বীজ ভারত থেকে আমদানীর সিদ্ধান্ত হয় । আমদানি তালিকাভূক্ত গম বীজের জাতগুলো হচ্ছে কে-৯১০৭,ইউপি-২৬২ ও সোনালিকা । এ জাতগুলোর মধ্যে কেবল সোনালিকা জাতটি বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত । অন্যান্য জাত গুলো আমদানী করতে হলে বিধি মোতাবেক সে গুলো অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় প্রস্তাব করা হয় । আলোচনা শেষে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ আগামী গম উৎপাদন মৌসুমে গম বীজের ঘাটতি মোকাবিলা করার প্রয়োজনে আমদানী তালিকাভুক্ত ভারতীয় গমের জাত কে-৯১০৭,রাজ-৩০৭৭,ও ইউপি-২৬২ কেবল ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশে বিক্রয় ও চাষাবাদের জন্য সাময়িক ভাবে অনুমোদন দান করা হলো ।

৫। **বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত প্রত্যায়িত শ্রেনীর বীজ প্রত্যয়ন ।**

বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায় বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত সমুদয় ধান,গম ও পাটের বীজ এস,সি,এ কর্তৃক প্রত্যয়ন করা হয়ে থাকে । এ ব্যবস্থা এস,সি,এ ,এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চালু রয়েছে । এদিকে বীজ প্রত্যয়নের সমুদয় বিষয়টিই বীজ আইন অনুযায়ী বীজ উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ স্বেচ্ছা ভিত্তিক । জাতীয় বীজ নীতিতেও প্রত্যায়িত বীজ প্রত্যয়ন স্বেচ্ছা ভিত্তিক বলে বিধান রাখা হয়েছে । ফলে এস,সি,এ কর্তৃক বিএডিসির প্রত্যায়িত শ্রেনীর বীজ প্রত্যয়ন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা হিসেবে অব্যাহত রাখা বীজ আইন ও বীজ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । ডাচ কর্তৃপক্ষসহ বীজ খাতের অন্যান্য দাতা সংস্থার অভিমত এই যে,বীজ নীতির নির্দেশনা মোতাবেক সরকারী খাতের ভিত্তি ও মৌল বীজ প্রত্যয়ন ব্যবস্থা জোড়দারকরণ ও বেসরকারী খাতে উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণ/উন্নয়নের (পোষ্ট মার্কেট কোয়ালিটি কন্ট্রোল পদ্ধতিতে) স্বার্থে বীজ আইন/নীতির বিধানের আওতায় বিএডিসির প্রত্যায়িত বীজ স্বেচ্ছা ভিত্তিক করা খুবই প্রয়োজন ।

সামগ্রিক বিষয়টি বিগত ৮.৯.৯৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিএডিসি,এস,সি,এ ও বীজ উইং এর মধ্যকার সভায় আলোচিত হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন প্রত্যাশায় বিএডিসির প্রত্যায়িত বীজ প্রত্যয়ন স্বেচ্ছাভিত্তিক করার অনুকুলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।অতিরিক্ত সচিব মহোদয় ,বিএডিসির সদস্য-পরিচালক(বীজ),এবং মহাপরিচালক(বীজ) ,এ বিষয়টি সভায় উথাপন করেন । বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ প্রত্যয়ন করা বীজ আইন অনুযায়ী স্বেচ্ছামূলক । বিএডিসির প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যায়ন অব্যাহত না রেখে স্বেচ্ছাভিত্তিক করা হলো ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভার কার্যবিবরণী ঃ

জনাব ডঃ এ,এম,এম,শওকত আলী,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়এর সভাপতিত্বে ২৪/১১/৯৮ তারিখ বেলা ১১.৩০ মিঃ এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১ তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয় ।

আলোচ্য বিষয় - ১ ঃ **বিগত ৪০তম (বিশেষ) সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য বিষয়ঃ ৫,৬ ও৭ এর ওপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ**

আলোচ্য বিষয় - ১ (৫) ঃ সীড প্যাথলজী ল্যাবরেটরী,বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' এর পরিচালককে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তিকরণ ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহ এর আওতায় পরিচালিত সীড প্যাথলোজি ল্যাবরেটরীর পরিচালক মহোদয় জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির আগ্রহ প্রকাশ করে একটি আবেদন করেছেন । এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এ পরীক্ষাগারটি জাতীয় বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার হিসেবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠানটি থেকে বীজ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষনা,প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য শিক্ষামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে । প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত ১৫০টির মতো বীজ বাহিত রোগ নির্ণয় করেছে,বীজের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মান নির্ধারন করেছে । তাছাড়া সরকারের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সীর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রধান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে । বীজ সংক্রান্ত নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন এবং দেশের বীজ শিল্প উন্নয়নের লক্ষে পরিচালিত অন্যান্য কর্মকান্ডের কর্মসূচী প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে পরীক্ষাগারের পরিচালক মহোদয় জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন বলে আবেদন পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে । উক্ত আবেদন পত্রের ওপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' এর আওতাধীন সীড প্যাথলজী ল্যাবরেটরীর পরিচালক মহোদয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় - ১(৬)ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে বিকল্প সদস্য গ্রহণ ।

ইং ১৯৯৩ সনে বীজনীতির আলোকে জাতীয় বীজ বোর্ড পুণগঠন কালে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত জনাব এ,বি,এম সিরাজুল ইসলাম,সভাপতি,চান্দিনা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি'কে অন্তর্ভূক্ত করা হয় । কিন্তু জনাব ইসলাম অদ্যাবধি বোর্ডের কোনো সভায় যোগদান করেননি । বিষয়টি বিগত বোর্ড সভায় উপস্থাপিত হলে জনাব ইসলামের পরিবর্তে বিকল্প কৃষক প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সে মোতাবেক বীজ উইং ' এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে ডিএই থেকে জনাব মোঃ ফজলুল হক সরকার (হান্নান),সভাপতি,বাংলাদেশ পাট চাষী সমিতি'র নাম প্রস্তাব করা হয় ।এ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা কালে কোন সদস্য আপত্তি উত্থাপিত করেননি বিধায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ **জনাব মোঃ ফজলুল হক সরকার,সভাপতি,পাট চাষী সমিতিকে জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করা হলো ।**

আলোচ্য বিষয় -১(৭)ঃ বিবিধ

সীড মেন্স সোসাইটির সভাপতি,বাংলাদেশ সীড ডিলারস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি মহোদয়গন তিনটি পৃথক পত্রে বেশ কিছু বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডে আলোচনার প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন । প্রস্তাব সমূহ সভায় উত্থাপন করা হয় এবং সভায় উপস্থিত উপরিউক্ত এসোসিয়েশন সমূহের প্রতিনিধিবর্গকে সংশ্লিষ্ট এজেন্সী/প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে বিষয়গুলো নিস্পত্তির জন্য অনুরোধ জানানো হয় । জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনকৃত বীজ ডিলারদেরকে বিএডিসি থেকে বিভিন্ন ফসলের বীজ প্রাপ্তির ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট ডিলারগণকে বিএডিসির সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেয়া হয় ।

আলোচ্য বিষয় -২ঃ কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার সুপারিশমালা বিবেচনা

(১) হাইব্রিড ধানের জাত অনুমোদন

হাইব্রিড ধানের জাত অনুমোদন সংক্রান্ত সুপারিশমালা বিগত বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ও এ বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । সিদ্ধান্ত গুলি বিগত সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করে বীজ উইং এর ২২ .৯ .৯৮ ইং তারিখের ৩০৮ সংখ্যক স্মারক মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে । বিষয়টি বর্তমান সভায় অবহিত ও নিশ্চিত করা হলো ।

(২) আই ২৩৩-৮৭(বিএসআরআই আখ-২৯) কৌলিক সারি অনুমোদন

বাংলাদেশ আখ গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের কৌলিক সারি বিএআরআই-২৯ জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ ,এর সাথে সিপি ৫০-৭২ জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে । জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং ফলন,রোগবালাই ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ জাতের চেয়ে ভালো । প্রস্তাবিত জাতটি মধ্যম পরিপক্ক জাত,কান্ড শক্ত এবং ফাপা নয় । মাঠ মূল্যায়ন দলের সকল অঞ্চল থেকে প্রস্তাবিত জাতটি গ্রহণযোগ্য বলে মতামত দেয়া হয়েছে । ছাড়করনের আবেদনপত্র ফরমে মাধ্যম পরিপক্ক জাতের সংজ্ঞা,উপস্থাপন করা সাপেক্ষে বিএসআরআই আখ-২৯ জাত হিসেবে সারা দেশে আবাদের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে । উক্ত শর্ত পুরণ করে জাতটির জন্য সংশোধিত আবেদন পত্র ফর্ম বিএআরআই কর্তৃক সভায় দাখিল করা হয়েছে ।জাতটি ছাড়করনের বিষয় সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের জাত বিএসআরআই আখ-২৯ সারা দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হলো ।

(৩) বিএডব্লিউ ৮৯৭ (বারি গম-২৯) এবং বিএডব্লিউ-৮৯৮ (বারি গম-২০) এর অনুমোদন ।

প্রস্তাবিত জাত দুইটি সিমিট,মেক্সিকো থেকে সংগৃহীত এবং বারি'র গম গবেষনা কেন্দ্র কর্তৃক বাছাইকৃত । উভয় জাত দেশে প্রচলিত জাত কাঞ্চন অপেক্ষা বেশী ফলন দেয় এবং পাতায় মরিচা পড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন । প্রথম জাতটির পাতা কিছুটা হেলানো ও নিশান পাতার নীচের দিকে মোমের মত পাতলা আবরণ লক্ষ্য করা যায় এবং দ্বিতীয় জাতটির পাতা খাড়া প্রকৃতির ও কিছুটা পেচানো অবস্থায় থাকে।

মাঠ মূল্যায়ন দলের সকল অঞ্চল থেকে প্রস্তাবিত বারি গম-২০ জাতটি অনুমোদনের পক্ষে মতামত দেয়া হয়েছে । বারি গম-১৯ এর ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ ব্যতিত অন্যান্য অঞ্চল মাঠ মূল্যায়ন দল থেকে জাতটি অনুমোদনের জন্য মতামত দেয়া হয়েছে । ময়মনসিংহ অঞ্চলে জাতটির ফলন কাঞ্চনের চেয়ে সামান্য কম হয়েছিল । কারিগরি কমিটি প্রস্তাবিত বারি গম-১৯ এবং বারি গম -২০ নামক জাত দুইটিকে সারা দেশে আবাদের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেছে । জাত দুইটি ছাড়করনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ **বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম-১৯ ও বারি গম-২০ সারা দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হলো ।**

(৪) **ব্রি-ধান-৩৭ ও ব্রি ধান-৩৮ জাত হিসেবে অনুমোদন ।**

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত জাত দুইটি বামতি(ডি) এবং বিআর-৫ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় । উভয় জাতই আলোক সংবেদনশীল এবং কাটারীভোগের তুলনায় হেক্টর প্রতি এক টন ফলন বেশী দিয়ে থাকে । প্রস্তাবিত জাত দুইটির চাল সুগন্ধযুক্ত ও লম্বা । জীবনকাল যথাক্রমে ১৩৮-১৪০ দিন এবং ১৪০-১৪২ দিন । কাটারিভোগের তুলনায় ব্রি ধান-৩৭ জাতটি কান্ড ১৫-২০ সেঃ মিঃ এবং ব্রি ধান-৩৮ জাতটির কান্ড ২০-২৫ সেঃ মিঃ খাটো । সুগন্ধি ও সরু ধান হিসেবে জাত দুইসিট যথাক্রমে কাটারী ভোগ ও বাসমতি জাতের সাথে তুল্য এবং সারা দেশে আমন মৌসুমে আবাদযোগ্য বলে ব্রি'র পক্ষ থেকে দাবি করা হয় । খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল ব্যাতিত দেশের অন্যান্য স্থানে আমন মৌসুমে আবাদের লক্ষ্যে ব্রি ধান-৩৭ এবং ব্রি ধান-৩৮ জাত দুইটি অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে । জাত দুইটির ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করা হয় । জাত দুইটি ছাড়করণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ **বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৩৭ ও ব্রি ধান-৩৮ সুগন্ধি ও সরু ধানের জাত হিসেবে খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল ব্যতীত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অনুমোদ করা হলো**

(৫) **বিনা ধান-৫ এবং বিনা ধান-৬ অনুমোদন।**

প্রস্তাবিত বিনা ধান-৫ এবং বিনা ধান -৬ জাত দুইটি ইরাটম -২৪ 'এর সাথে দুলার জাতের সংকরায়ন করে এবং এফ-২ বীজে গামা রশ্মি প্রযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত । জাত দুইটির জীবনকাল ১৫৫+৫ দিন এবং ১৬৫+৫ দিন । ১০০০ ধানের ওজন যথাক্রমে ২৪.৫-২৫ এবং ২৫.৫-২৬ গ্রাম ।জাতগুলির পাতা পোড়া ,খোল পোড়া ও খোল পচা রোগ এবং মাজরা পোকা,সবুজ পাতা ফড়িং ,বাদামী গাছ ফড়িং ইত্যাদি পোকার আক্রমন প্রতিরোধক ক্ষমতা অন্যান্য প্রচলিত জাতের তুলনায় বেশী । দেশের ৪ টি অঞ্চলে (ময়মনসিংহ,কুমিল্লা,রাজশাহী ও রংপুর) ফলন ও অন্যান্য গুনাগুন যাচাইয়ের ভিত্তিতে জাত দুইটি ছাড়করণের জন্য মতামত দেয়া হয়েছে । বিনা ধান-৫ জাতটির ফলন ব্রি ধান-২৯ এর সমান,কিন্ত ৫-১০ দিন আগে পরিপক্ক হয় এবং বিনা ধান-৬ জাতটির জীবনকাল ব্রি ধান-২৯ এর সমান হলেও ফলন হেক্টর প্রতি এক টন বেশী । মাঠ মূল্যায়নে ফলনের ডাটা আবেদন পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট করা সাপেক্ষে বোরো মৌসুমে সারা দেশে আবাদের জন্য বিনা ধান-৫ এবং বিনা ধান-৬'কে জাত হিসেবে ছাড়করনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা ধান-৫ ও বিনা ধান-৬ জাত দুইটি সারা দেশে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় -৩ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনা

বিএআরআই'এর মহাপরিচালক মহোদয় দেশের বীজ খাত ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় জাতীয় বীজ বোর্ডে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেন । প্রস্তাবগুলো সভায় উথাপিত হয় এবং আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বীজ উইং কর্তৃক অনুসৃত ফসলের জাতের নামকরণের বর্তমান ধরন যথা " বারি টমেটো-১(রতন) " বহাল থাকবে ।

খ) এ মুহূর্তে জাত প্রত্যাহারের কোন প্রক্রিয়া শুরু করার প্রয়োজন নেই । এক্ষেত্রে কৃষকদের নিকট জাতের গ্রহনযোগ্যতা অনুসরণ করে বীজ পরিবর্ধন ও সংরক্ষণ কার্যাদি পরিচালনা করা যেতে পারে ।

গ) মুল (Orginal) জাতের নামের সাথে নিজস্ব নাম সংযুক্ত করে বীজ কোম্পানীগুলো বীজ বাজার জাত করতে পারবে ।

আলোচ্য বিষয় - ৪ ঃ বিবিধ

সভায় নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা শেষে বেশ কিছু অনির্ধারিত বিষয় সভায় আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সমুহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

(১) আমদানিকৃত নোটিফাইড ফসল সমসূহের বীজের মান পরীক্ষা

আমদানিকৃত নোটিফাইড ফসলের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বীজের এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে নমুনা সংগ্রহ পূর্বক সংশ্লিষ্ট লটের বীজমান পরীক্ষার দায়িত্ব এসসিএ'র ওপর অর্পনের বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে,বিদ্যমান ব্যবস্থায় উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ কোয়ারেনটাইন Sample গ্রহণ করে থাকে । এসসিএ'কে আরেকটি Sample গ্রহণ করতে দিলে আমদানিকৃত বীজের ছাড়করণ প্রক্রিয়া জটিলতর হয়ে যেতে পারে । তবে বিষয়টি অপরিহার্য বিবেচনা করলে এ বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী একটি স্বতন্ত্র সব্যাখ্যায়িত ,এবং পুর্নাংগ প্রস্তাব মন্ত্রণাললয়ের বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারে ।

(২) ফসলের হাইব্রিড জাত পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত এ অর্থ জমাকরণ

ফসলের হাইব্রিড জাত পরীক্ষার জন্য প্রদত্ত প্রতিটি নমুনার সাথে ২০০০/= টাকা জমা নেয়ার বিধান বোর্ড অনুমোদিত পদ্ধতিতে বলা হয়েছে । কিন্তু সংগৃহীত এ অর্থ এসসিএ কোন খাতে জমা করবে এ বিষয়ে উক্ত পদ্ধতিতে কোন নির্দেশ না থাকায় বিষয়টি সভায় আলোচিত হয় । এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে,সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে এসসিএ একটি চলতি হিসাব খুলে তাতে উক্ত অর্থ জমা করবে এবং অবিলম্বে একটি খাত নির্ধারনের জন্য পুর্নাংগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করবে ।

(৩) আগামী পাট উৎপাদন মৌসুমে পাট বীজের ঘাটতি মোকাবিলার ব্যবস্থা

এবছর পাট বীজ উৎপাদন নানা প্রাকৃতিক প্রতিকুলতার কারণে আশানুরুপ হয়নি বিধায় আগামী পাট উৎপাদন মৌসুমে পাট বীজের ঘাটতি দেখা দিবে । সে ঘাটতি মোকাবিলার লক্ষ্যে আশু ব্যবস্থা হিসেবে সীড প্রমোশন কমিটি বিগত সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে বেসরকারী পর্যায়ে জেআর-৫২৪ নামক তোষা শ্রেনীর পাট বীজ আমদানির অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচিত হয় । সভায় আলোচনান্তে ভারত থেকে তোষা জেআর-৫২৮ জাতের প্রত্যায়িত শ্রেনীর পাট বীজ আমদানির অনুকুলে আলোচনা হয় । তবে এক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ প্রকৃত চাহিদা ও ঘাটতি নিরুপন পূর্বক নির্ধারণ করে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে ।

(৪) এটিডিপি কর্তৃক পরীক্ষামূলক চাষের জন্য বীজ আলু আমদানি

আমেরিকা থেকে পরীক্ষামূলক চাষের জন্য কয়েকটি জাতের বীজ আলু আমদানির অনুমতি প্রার্থনা করে এটিডিপি থেকে প্রাপ্ত পত্রের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি সভায় উথাপিত হয় । আলোচনান্তে এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বীজ উইংকে অনুরোধ জানানো হয় ।

৫। **বিদায়ী মহাপরিচালক(বীজ)'কে বোর্ডের সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রন জানানো ।**

বীজ উইং 'এর মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে,নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক(বীজ)'এর পক্ষে বীজ উইং এর কাজের এবং নীতিগত অবস্থানের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান কাজে কিছুটা অসুবিধা হয় । সেবিবেচনায় বিদায়ী মহাপরিচালক(বীজ)'কে বোর্ডের সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলে,এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে বলে তিনি মত দেন ।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রয়োজনবোধে বিদায়ী মহাপরিচালক(বীজ)'কে আমন্ত্রণ জানানো হবে ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ এ. এম. এন শওকত আলী ,সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ইং ২৬/৮/৯৯ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত সমুহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় -১ ঃ **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম ও ৪০তম সভার কার্যবিবরনী নিশ্চিত করণ ।**

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম (বিশেষ) সভা বিগত ইং ৯/৯/৯৮ তারিখ এবং ৪১তম সভা বিগত ইং ১৪/১১/৯৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে । সভা দুটির কার্যবিবরণী বীজ উইং ,কৃষি মন্ত্রণালয়ের যথাক্রমে স্মারক নং-৩০৮ তারিখ ১২/৯/৯৮. স্মারক নং-৩৩৭ তারিখ ৭/১১/৯৮ ইং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকটপ্রেরণ করা হয়েছে । এ গুলোর উপর কোনো মতামত বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি এবং উপস্থিত সদস্য -দের ও এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না থাকায় কার্যবিবরণী দুইটি নিশ্চিত করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় - ২ ঃ **জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা**

৪১ তম সভার সিদ্ধান্ত সমুহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি চলতি সভার কার্যপত্রে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । উপস্থিত কোন সদস্য এ বিষয়ে কোন আপত্তি বা মন্তব্য করেননি ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভা অবহিত হলো ।

আলোচ্য বিষয় - ৩ ঃ **আখ ও আলু বীজের প্রত্যয়ন পদ্ধতি**

জাতীয় বীজ বোর্ডের বিগত ইং ১২/৮/৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৬তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কারিগরী কমিটি তাদের ৩৪তম সভায় আখ ও আলু বীজের প্রত্যয়ন পদ্ধতি চুড়ান্ত করে এবং তা জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আখ ও আলু বীজের প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদন করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় - ৪ ঃ **ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত বি আর ৫৯৬৯-৩-২(ব্রিধান-৩৯) এর অনুমোদন**

বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারিটির অনুমোদনের ব্যাপারে সভায় আলোচনা করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৯৬৯ -৩-২ (ব্রিধান -৩৯) কৌলিক সারিটি সারা দেশে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য অনুমোদন করা হলো ।

আলোচ্য বিষয় - ৫ ঃ **ফসলের জাত ও বীজ ডিলার নিবন্ধন**

সিদ্ধান্ত ঃ

১) ঘোষিত ফসলের জাত ব্যতীত অন্যান্য ফসলের জাত নিবন্ধনের বেলায় বীজ বিধিতে প্রদত্ত ফর্ম-১ ব্যবহার করা যাবেনা । তবে জাতীয় বীজ নীতিতে ঘোষিত ফসল ব্যতীত অন্যান্য ফসলের জাত বিক্রির পুর্বে সেগুলি নিবন্ধনকৃত হতে হবে । কিন্তু পরীক্ষা বা অনুমোদন প্রয়োজন হবে না এই মর্মে উল্লেখ আছে বিধায় অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের জন্য বীজ আইন /বীজ বিধি সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা ,না থাকলে কোন ধরনের ফর্ম ব্যবহার করা হবে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মতামত/সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো ঃ

ক) পরিচালক,বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, - আহবায়ক
খ) মহাব্যবস্থাপক(বীজ). বিএডিসি,ঢাকা - সদস্য
গ) প্রধান বীজতত্ত্ববিদ,বীজ উইং,কৃষি মন্ত্রণালয় - সদস্য
ঘ) সভাপতি,বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন- সদস্য
ঙ) সভাপতি,সীডম্যানস্ সোসাইটি অব বাংলাদেশ - সদস্য
চ) সভাপতি . বাংলাদেশ সীড ডিলার এসোসিয়েশন - সদস্য
ছ) সভাপতি. সীড গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন - সদস্য

২) একই কমিটি বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য আবেদন পত্রের তথ্য যাচাই পদ্ধতি কি হওয়া উচিত এবং বর্তমানে বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত ফর্ম সংশোধন/পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে মতামত বা সুপারিশ প্রদান করবে ।

৩) কমিটি ১ মাসের মধ্যে অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন ও বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য আবেদন পত্রের তথ্য যাচাই পদ্ধতির বিষয়ে তাদের মতামত বা সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিবের বরাবরে প্রেরণ করবে । যা পরবর্তী বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে ।

৪) বীজ ডিলার নিবন্ধন সনদপত্র মহাপরিচালক(বীজ). কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরে জারী করা হবে

৫) যে কোন ফসলের বীজ আমদানীকারকগনকে বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে আমদানীর নিমিত্তে ইমর্পোট পারমিট(আইপি) দেয়া হবে না ।

৬) নিবন্ধিত বীজ ডিলার এর মধ্য হতে যে সকল বীজ ডিলার বীজ আমদানিকারক হিসেবে চিহ্নিত হবে তাদের একটি তালিকা সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন.সীড ডিলার এসোসিয়েশন.সীড গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন এবং সীডম্যান্স সোসাইটি যৌথভাবে প্রণয়ন পূর্বক বীজ উইং এ দাখিল করবে ।

৭) নিবন্ধনপত্র ছাপা ও লেখার ব্যয়ভার কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শস্য মহামুখীকরণ প্রকল্প (সিডিপি) বহন করবে ।

৮) ইতোপুর্বে মহাপরিচালক(বীজ) কর্তৃক ইস্যুকৃত ৪২৬টি বীজ ডিলার ও ১৪১টি অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন সনদপত্রের ঘটনাত্তোর(Post facto)অনুমোদন দেওয়া হল ।

আলোচ্য বিষয় - ৬ ঃ **জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন**

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে অনুর্ভূক্ত করার জন্য বিগত ইং ০২/০৩/৯৯ তারিখে ডিএই'র পত্রে বর্ণিত প্রস্তাবে শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধির নাম থাকায় উক্ত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল না । জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অনুর্ভূক্ত করার নিমিত্তে ডিএই দেশের ৬টি বিভাগ হতে মোট ৬ (ছয়) জন কৃষক প্রতিনিধির নাম উল্লেখ করে পরবর্তী বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য পুণরায় প্রস্তাব পেশ করবে ।

আলোচ্য বিষয় - ৭ ঃ **সাময়িক ভাবে অনুমোদিত হাইব্রিড জাত ধানের বীজ আমদানি**

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মতে এসিআই লিঃ,ম্যাকডোনাল্ড(বাংলাদেশ) প্রাঃলিঃ.মল্লিকা সীড কোম্পানী এবং গেনজেস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন. এ চারটি কোম্পানীর বরাবরে সাময়িকভাবে ছাড়কৃত ৪টি হাইব্রিড ধানের জাত আগামী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানী বীজ বিক্রয় বা বীজ উৎপাদনের নিমিত্তে আমদানি করতে পারবে না ।

আলোচ্য বিষয় - ৮ ঃ **অনুমোদিত হাইব্রিড জাতের প্যারেন্ট লাইন আমদানি**

জাতীয় বীজ বোর্ডে ইতোমধ্যে ৪টি হাইব্রিড ধানের জাত আমদানি ও দেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে অনুমোদন দেয়া হয় এবং জাতগুলোর বীজ ৪র্থ বছর থেকে দেশে উৎপাদন করে বিক্রয়ের শর্তারোপ করা হয় । কিন্তু হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্যারেন্ট লাইন আমদানীর বিষয়ে বোর্ডে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি ।যেহেতু প্যারেন্ট লাইনগুলো স্বতন্ত্র জাত এবং ঐগুলো স্বতন্ত্র ভাবে বোর্ডে অনুমোদিত নয়,তাই ঐগুলি আমদানির বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়ার আংশকা রয়েছে । এছাড়া প্রতি হাইব্রিড জাতের প্যারেন্ট লাইনগুলো কি পরিমান বীজ আমদানি করা যাবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন । এ বিষয়ে নির্বাহী সভাপতি. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল উল্লেখ করেন যে,জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম সভায় সাময়িক ভাবে অনুমোদিত হাইব্রিড ধানের জাত গুলি বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের প্যারেন্ট লাইনের জাতের উপর সম্পুর্ন নির্ভরশীল বিধায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও ইহা সহজে প্রতিয়মান হয় যে,উক্ত হাইব্রিড ধানের জাতগুলি অনুমোদনের সাথে সাথে তাদের প্যারেন্ট লাইন এর জাতগুলিও পরোক্ষভাবে অনুমোদিত হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম সভায় সাময়িকভাবে অনুমোদিত হাইব্রিড ধনের জাত আলোক ৬২০১ . লোকনাথ -৫০৩ . সিএনএসজিসি-৬ ও অমরশ্রী-১ এর সাথে তাদের প্যারেন্ট লাইনের জাতগুলিও অনুমোদিত হয়েছে এই মর্মে গন্য হবে ।

২) উল্লেখিত হাইব্রিড ধানের জাতগুলির প্যারেন্ট লাইন এর জাত কেবল মাত্র সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক আমদানি করা যাবে এবং আমদানির পারমিট নেওয়ার সময় আমদানিকারক প্যারেন্ট লাইনের জাতের নাম ও বীজের পরিমাণ এবং বীজগুলি রোগ বালাই মুক্ত এই মর্মে সংশ্লিষ্ট দেশের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবে ।

আলোচ্য বিষয় - **বিবিধ ঃ পাট বীজের কাস্টম সীড প্রডাকশন**

ইং ১১/৮/৯৯ তারিখে গেনজেস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক,জনাব বি, আই,সিদ্দিক পাট বীজের ও -৯৮৯৭ জাতটি ভারতে কাস্টম সীড প্রডাকশনের ব্যাপারে সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন করেন । আবেদন পত্রে জনাব সিদ্দিক পাট বীজের ও-৯৮৯৭ জাতের ১৫ কেজি ভিত্তি বীজ ভারতে কাস্টম প্রডাকশনের জন্য রপ্তানির অনুমতি চেয়েছেন । সচিব মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বিবিধ বিষয়ে আলোচনার নিমিত্তে উপস্থাপন করা হয় । সে প্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে বীজ বোর্ডের সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ

রপ্তানি নীতিমালায় (১৯৯৬-২০০২) তে পাট বীজ রপ্তানি নিষেধ বিধায় কাস্টম প্রডাকশনের জন্য বিদেশে পাট বীজ রপ্তানি করা যাবে না ।